সঠিক ধর্মবিশ্বাস ও উহার পরিপন্থী বিষয়

العقيدة
الصحيحة
وما يضادها

মূলঃ–

মহামান্য শায়খ আব্দুল আযীয বিন আব্দুল্লাহ বিন বায

الشيخ
عبدالعزيز بن با

ভাষান্তরেঃ–

মোহাম্মাদ রকীবুদ্দীন আহমাদ হুসাইন

ترجمة
محمد رقيب الد

بنغالي

مسلم

সঠিক ধর্মবিশ্বাস ও উহার পরিপন্থী বিষয়

মূলঃ-
মহামান্য শায়খ আব্দুল আযীয বিন আব্দুল্লাহ বিন বায

ভাষান্তরেঃ-
মোহাম্মদ রকীবুদ্দীন আহমদ হুসাইন

العقيدة الصحيحة ومايضادها

للشيخ
عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
ترجمة
محمد رقيب الدين احمد حسين

٢١٤ بن باز، عبد العزيز بن عبد الله بن باز
ب ع ع

العقيدة الصحيحة وما يضادها / عبد العزيز بن عبد الله بن باز، نقله الى اللغة البنغالية محمد رقيب الدين احمد حسين. . [الرياض]: الرئاسة العامة لادارات البحوث العلمية والافتاء والدعوة والارشاد، ١٤١٣ هـ

٤٨ ص
باللغة البنغالية
١ـ العقيدة الاسلامية . أ . العنوان ب . حسين، محمد رقيب الدين احمد

١٤١٣ هـ ـ ١٩٩٢ م

الفهـــــرس

আল্লামা শায়খ বিন বাযের সংক্ষিপ্ত পরিচয়

আল্লামা শায়খ আবদুল আযীয বিন আবদুল্লাহ বিন বায বর্তমান মুসলিম বিশ্বে এক সুপরিচিত ইসলামী ব্যক্তিত্ব। অনন্য প্রজ্ঞা, অসাধারণ পাণ্ডিত্য, উদার চরিত্র এবং ইসলাম ও মুসলমানদের স্বার্থে নিরলস খেদমতের জন্য দেশ ও মাযহাব নির্বিশেষে তিনি সকলের কাছে সমাদৃত। বিশ্ব মুসলিমের ঐক্য ও সংহতি প্রতিষ্ঠায় এবং ইসলাম বিরোধী নানা চক্রান্ত ও কলা-কৌশলের বিরুদ্ধে তাঁর অকুতোভয় জিহাদ সর্বত্র প্রশংসনীয়। কুরআন ও সুন্নাতে বর্ণিত খাঁটি ইসলামী আক্বীদার প্রচার এবং কাল-পরিক্রমায় মুসলিম সমাজের জটবাঁধা কুসংস্কার ও বিদ্আতের প্রতি অঙ্গুলি নির্দেশের মাধ্যমে উম্মাতের কাছে ইসলামের প্রকৃত রূপ পুনঃস্থাপনের চেষ্টায় তিনি নিয়োজিত। তাওহীদের প্রতিষ্ঠা ও সুন্নাতে রাসূলের বাস্তবায়ন সংক্রান্ত বিষয় তাঁর লেখনী, বক্তৃতা ও প্রতিষ্ঠানিক ব্যস্থতার মুখ্য অংশ। হক ও বাতিলের পার্থক্য নির্দ্ধারণে কখনও কোন শঙ্কা বা প্রলোভন তাঁর অকুতোভয় চরিত্রকে প্রভাবিত করতে পারেনি।

আল্লামা শায়খ বিন বায ১৩৩০ হিজরীর জিলহাজ্জ মাসে সৌদী আরবের রাজধানী রিয়াদ শহরে জন্ম গ্রহণ করেন। ছাত্র জীবনের প্রথম দিকে তাঁর দৃষ্টিশক্তি ভালই ছিল। ১৩৪৬ সনেই তাঁর চোখে প্রথম রোগ দেখা দেয় এবং এর ফলে তাঁর দৃষ্টিশক্তি দুর্বল হয়ে পড়ে। অতঃপর, ১৩৫০ সনের মুহাররাম মাসে অর্থাৎ বিশ বছর বয়সে তাঁর দৃষ্টিশক্তি সম্পূর্ণভাবে লোপ পায়। এ সম্পর্কে তিনি বলেনঃ "আমার দৃষ্টিশক্তি হারানোর উপরও আমি আল্লাহ পাকের সর্ববিধ প্রশংসা জ্ঞাপন করি। আল্লাহ পাকের কাছে দোয়া করি তিনি যেন এর

পরিবর্তে দুনিয়াতে জ্ঞান ও প্রজ্ঞা এবং আখিরাতে উত্তম প্রতিফল দান করেন, যেমন তিনি তাঁর রাসূল মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওসাল্লামের ভাষায় এই সম্পর্কে প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। আমি আল্লাহ পাকের কাছে আরো দোয়া করি তিনি যেন দুনিয়াতে ও আখিরাতে আমার শুভ পরিণতি দান করেন।"

বাল্যকাল হতেই শায়খ বিন বায লেখাপড়া শুরু করেন। বালেগ হওয়ার পূর্বেই তিনি কোরআন শরীফ হিফ্জ করে ফেলেন। মক্কার খ্যাতনামা ক্বারী শায়খ সা'দ ওক্কাস আল-বুখারীর নিকট তাজবীদ শিক্ষা লাভ করেন। অতঃপর তিনি সৌদী আরবের তৎকালীন গ্রান্ডমুফ্তী মুহাম্মাদ বিন ইব্রাহীম বিন আবদুল লতীফ আলে শায়খ সহ দেশের খ্যাতনামা আলেমগণের নিকট শরীআতের বিভিন্ন শাস্ত্রে ও আরবী ভাষায় গভীর শিক্ষা লাভ করেন। গ্রান্ডমুফ্তী শায়খ মুহাম্মাদ বিন ইব্রাহীমের নিকট একাধারে তিনি দশ বছর বিভিন্ন ধর্মীয় বিষয়ে হাতে কলমে শিক্ষা গ্রহণ করেন।

১৩৫৭ সনে উক্ত শায়খ মুহাম্মাদ বিন ইব্রাহীমের প্রস্তাবানুযায়ী তিনি রিয়াদের অদূরে আল-খারজ এলাকার বিচারপতি নিযুক্ত হন। দীর্ঘ চৌদ্দ বছর বিচারপতির দায়িত্ব পালনের পর ১৩৭২ সনে রিয়াদ প্রত্যাবর্তন করেন এবং রিয়াদ মাহাদে ইল্মীতে শিক্ষকতার কাজে নিয়োজিত হন। এর এক বছর পর তিনি রিয়াদের শরীআত কলেজে অধ্যাপনার কাজ শুরু করেন। দীর্ঘ নয় বছর এই কলেজে তিনি ফিক্হ, তাওহীদ ও হাদীস শাস্ত্রে শিক্ষা দান করেন। ১৩৮১ সনে যখন মদীনায় ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয় তখন শায়খ বিন বায এর প্রথম ভাইস চান্সেলর পদ অলঙ্কৃত করেন। ১৩৯০ সনে তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের চান্সেলরের পদে উন্নীত হন এবং ১৩৯৫ সন পর্যন্ত এই পদে বহাল থাকেন। অতঃপর ১৩৯৫ সনে বাদশাহী এক ফরমানের অধীনে তাঁকে "ইসলামী গবেষণা, ফাত্ওয়া, দাওয়াত ও

ইরশাদ" দারুল ইফ্তা নামক সৌদী আরবের সর্বোচ্চ ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানের প্রধান নিয়োগ করা হয়। অদ্যাবদি, তিনি এই গুরুত্বপূর্ণ পদে সাফল্যের সাথে দায়িত্ব পালন করে যাচ্ছেন।

উক্ত দায়িত্বের পাশাপাশি আরো অনেক সহযোগী সংস্থার সাথে শায়খ বিন বায জড়িত রয়েছেন। যেমন ঃ

১। সদস্য, উচ্চ উলামা পরিষদ, সৌদী আরব।
২। প্রধান, স্থায়ী ইসলামী গবেষণা ও ফাত্ওয়া কমিটি।
৩। প্রতিষ্ঠাতা প্রেসিডেন্ট ও সদস্য, রাবেতায়ে আলমে ইসলামী।
৪। প্রেসিডেন্ট, আন্তর্জাতিক মসজিদ সংক্রান্ত উচ্চ পরিষদ।
৫। সদস্য, উচ্চ পরিষদ, মদীনা ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়।
৬। প্রেসিডেন্ট, ইসলামী ফিক্হ পরিষদ, মক্কা শরীফ।
৭। সদস্য, উচ্চ কমিটি দাওয়াতে ইসলামী, সৌদী আরব।

আল্লামা শায়খ বিন বায ছোট-বড় অনেক মূল্যবান গ্রন্থের রচয়িতা। তন্মধ্যে সঠিক ধর্ম বিশ্বাস ও উহার পরিপন্থী বিষয়, ইসলামের দৃষ্টিতে আরব জাতীয়তাবাদ, আল্লাহর দিকে আহবান ও আহবানকারীর চরিত্র, সুন্নাতে রাসূল আঁকড়ে ধরা, বেদআত থেকে সতর্ক থাকা অপরিহার্য, হাজ্জ, উমরা ও যিয়ারত সম্পর্কিত বিষয়াদির বিশ্লেষণ, আল্লাহর পথে জিহাদ ইত্যাদি। এ ছাড়া শরহ আকীদায়ে তাহাভীয়া ও ফাতহুল বারী শারহ বুখারী সহ কয়েকটি গ্রন্থের উপর তাঁর টিকা রয়েছে।

সম্প্রতি শায়খ বিন বাযের বিভিন্ন বক্তৃতা, রচনা, প্রশ্নোত্তর ও পত্রাবলী একত্রে সংকলনের কাজ শুরু হয়েছে। মাজ্মু ফাতাওয়া ও মাকালাত মুতানাওয়ীয়া (مجموع فتاوى ومقالات متنوعه) শিরোনামে এই সংকলনের প্রথম চার খন্ড ইতিমধ্যেই প্রকাশিত হয়েছে। ৫ম ও ৬ষ্ট খণ্ডের কাজ সমাপ্তির পথে। সংকলনের প্রথম ছয় খণ্ডই তাওহীদ ও তার আনুসাঙ্গিক বিষয়াদির উপর। পরবর্তী খন্ড-

গুলোতে যথাক্রমে হাদীস, সালাত, সিয়াম, যাকাত, হাজ্জ ইত্যাদি অন্তর্ভুক্ত হবে।

"ইসলামী গবেষণা" পত্রিকার সম্পাদক এবং শায়খ বিন বাযের বিশেষ উপদেষ্টা ডঃ মুহাম্মাদ বিন সা'দ আল-শুয়াইর এর তত্ত্বাবধানে আমার উপর এই সংকলনের দায়িত্ব অর্পিত হওয়ায় আমি নিজেকে ধন্য মনে করছি। এই মহান দায়িত্ব পালনে আল্লাহ পাকের বিশেষ তাওফীক কামনা করি।

আল্লামা শায়খ বিন বায বিভিন্ন রকমের গুরুদায়িত্ব পালনে লিপ্ত থাকা সত্ত্বেও দাওয়াত, দরস ও ওয়াজ নসীহতের কর্তব্য থেকে কখনও বিচ্যুত হননি। সৎকাজের আদেশ ও অসৎকাজে নিষেধ থেকে কোন উপলক্ষ বাদ পড়েনি। আল-খারজ এলাকায় বিচারপতি থাকাকালীন সেখানে দরস ও ওয়াজ নসীহতের হালকা প্রবর্তন করেন। রিয়াদ প্রত্যাবর্তনের পর রিয়াদস্থ প্রধান জামে মসজিদে যে দরসের প্রবর্তন করেছিলেন তা আজও জারী রয়েছে। মদীনায় থাকা কালীন সেখানেও দরসের হালকা প্রবর্তন করেন। এমন কি সাময়িক ভাবে কোন শহরে স্থানান্তরিত হলে সেখানেও তিনি দরসের হলকা জারী করেন। এতদ্ব্যতীত, সময়ে সময়ে বিভিন্ন সংস্থা ও প্রতিষ্ঠানে উপস্থিত হয়ে ইসলামের বিভিন্ন বিষয়ে সারগর্ভ বক্তৃতা ও উপদেশ প্রদানের সুযোগও তিনি হাত ছাড়া করেন না।

আল্লাহ পাক তাঁকে ইসলাম ও মুসলমানদের খেদমতের জন্য আরো তাওফীক এবং ইহকাল ও পরকালে শুভ পরিণতি দান করুন। আমীন।

অনুবাদক
মুহাম্মাদ রকীবুদ্দীন হুসাইন
মাহে রামাযান, ১৪১১ হিজরী

পরম করুণাময় মেহেরবান আল্লাহ্‌র নামে শুরু করছি

সঠিক ধর্ম–বিশ্বাস ও উহার পরিপন্থী বিষয়

সমস্ত প্রশংসা একমাত্র আল্লাহ্‌র জন্য, দরূদ ও সালাম সর্বশেষ নবী হজরত মুহাম্মদ, তাঁর পরিবার–পরিজন ও সাহাবীগণের উপর।

যেহেতু সঠিক ধর্ম বিশ্বাসই ইসলাম ধর্মের মূল উপাদান ও মিল্লাতে ইসলামীর প্রধান ভিত্তি, তাই উহাকেই অত্র প্রবন্ধের আলোচ্য বিষয় রূপে গ্রহণ করার সিদ্ধান্ত নিলাম কুরআন ও সুন্নাতে বর্ণিত শরীয়াতি প্রমাণাদির দ্বারা একথা সুস্পষ্টরূপে পরিজ্ঞাত রয়েছে যে, যাবতীয় কথা–বার্তা ও কার্যাবলী কেবল তখনই আল্লাহ্ তা'আলার নিকট সঠিক বলে স্বীকৃত ও গৃহীত হয় যখন উহা 'বিশুদ্ধ আকীদা' অর্থাৎ সঠিক ধর্ম বিশ্বাসের ভিত্তিতে সম্পাদিত হয়ে থাকে। আর, যদি আকীদা বিশুদ্ধ না হয় তাহলে উহার ভিত্তিতে সম্পাদিত যাবতীয় কথা ও কাজ আল্লাহ্‌র নিকট বাতেল বলে গণ্য হয়। আল্লাহ্ তা'আলা বলেনঃ

﴿ وَمَن يَكْفُرْ بِٱلْإِيمَٰنِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُۥ وَهُوَ فِى ٱلْءَاخِرَةِ مِنَ ٱلْخَٰسِرِينَ ﴾

'যে কেহ ঈমান প্রত্যাখ্যান করবে তার সমস্ত কাজ অবশ্যই বিফলে যাবে এবং সে পরকালে ক্ষতিগ্রস্থদের অন্তর্ভূক্ত হবে।'

(সূরা মায়েদা– ৫)

আল্লাহ্ তা'আলা আরো বলেনঃ

﴿وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ﴾

'তোমার প্রতি এবং তোমার পূর্বে অতীত সমস্ত নবী রাসূলগণের প্রতি অবশ্যই এ বার্তা পাঠানো হয়েছে, তুমি যদি আল্লাহর সাথে শিরক কর তাহলে তোমার সমস্ত কাজ অবশ্যই বৃথা হয়ে যাবে, আর তুমি নিঃসন্দেহে বিষম ক্ষতিগ্রস্থদের অন্তর্ভুক্ত হবে।' (সূরা যুমার– ৬৫)

এই অর্থের স্বপক্ষে কুরআন শরীফে বর্ণিত আয়াতের সংখ্যা অনেক। আল্লাহ্ তা'আলার অবতীর্ণ সুস্পষ্ট কিতাব ও তাঁর বিশ্বস্ত রাসূলের (আল্লাহ তা'আলা তাঁর উপর সর্বোত্তম রহমত ও শান্তি বর্ষণ করুন) বর্ণিত সুন্নাত দ্বারা প্রমাণিত আছে যে, বিশুদ্ধ আকীদার সার কথা হলোঃ আল্লাহ তা'আলার উপর, তাঁর ফেরেশতাগণ, কিতাব সমূহ ও রাসূলগণের উপর, আখেরাতের দিন এবং ভাগ্যের মঙ্গল–অমঙ্গলের উপর বিশ্বাস স্থাপন করা। এ ছয়টি বিষয়ই হলো সেই সঠিক ধর্মবিশ্বাসের মৌলিক বিষয়বস্তু বা নীতিমালা, যা নিয়ে নাজেল হলো আল্লাহ্র মহান গ্রন্থ কুরআন শরীফ এবং প্রেরিত হলেন আল্লাহ্র প্রিয় নবী হজরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম। এই মৌলিক নীতিমালারই শাখা–প্রশাখা হলো অদৃশ্য বিষয়াদি এবং আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূল কর্তৃক প্রদত্ত যাবতীয় খবরাখবর, যেগুলোর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করা প্রত্যেকের জন্য অপরিহার্য। উক্ত ছয় নীতিমালার স্বপক্ষে কুরআন ও সুন্নাতে ভুরি ভুরি প্রমাণাদি রয়েছে। তন্মধ্যে আল্লাহ্ তা'আলার নিম্নোক্ত বাণীগুলি সবিশেষ প্রণিধানযোগ্য।

আল্লাহ্ তা'আলা বলেনঃ

﴿ لَّيْسَ ٱلْبِرَّ أَن تُوَلُّوا۟ وُجُوهَكُمْ قِبَلَ ٱلْمَشْرِقِ وَٱلْمَغْرِبِ وَلَٰكِنَّ ٱلْبِرَّ مَنْ ءَامَنَ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْءَاخِرِ وَٱلْمَلَٰٓئِكَةِ وَٱلْكِتَٰبِ وَٱلنَّبِيِّۦنَ ﴾

'তোমরা পূর্বদিকে মুখ করলে কি পশ্চিম দিকে, তা প্রকৃত কোন পূণ্যের ব্যাপার নহে। বরং প্রকৃত পূণ্যের কাজ হলো, যে আল্লাহ তা'আলা, পরকাল ও ফেরেশতাকুল, অবতীর্ণ কিতাব সমূহ এবং প্রেরিত নবীগণের প্রতি নিষ্ঠার সাথে বিশ্বাস স্থাপন করলো।'

(সূরা বাকারা- ১৭৭)

আল্লাহ্ তা'আলা বলেনঃ

﴿ ءَامَنَ ٱلرَّسُولُ بِمَآ أُنزِلَ إِلَيْهِ مِن رَّبِّهِۦ وَٱلْمُؤْمِنُونَ ۚ كُلٌّ ءَامَنَ بِٱللَّهِ وَمَلَٰٓئِكَتِهِۦ وَكُتُبِهِۦ وَرُسُلِهِۦ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِّن رُّسُلِهِۦ ۚ ﴾

'রাসূল সেই হেদায়াতকেই (পথ নির্দেশ) বিশ্বাস করেছেন যা স্বীয় প্রতিপালকের নিকট হতে তাঁর প্রতি নাজেল হয়েছে, আর মুমেনগণও সেই হেদায়াতকে মেনে নিয়েছে। তাঁরা সকলেই আল্লাহ তা'আলা, তাঁর ফেরেশতাগণ, কিতাব সমূহ এবং রাসূলগণের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করেছে। তারা বলেঃ আমরা আল্লাহ্র রাসূলগণের মধ্যে কোন ভেদাভেদ করি না।']

(সূরা বাকারা-২৮৫)

আল্লাহ্ তা'আলা অন্যত্র বলেনঃ

﴿ يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا۟ ءَامِنُوا۟ بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِۦ وَٱلْكِتَٰبِ ٱلَّذِى نَزَّلَ عَلَىٰ رَسُولِهِۦ وَٱلْكِتَٰبِ ٱلَّذِىٓ أَنزَلَ مِن قَبْلُ وَمَن يَكْفُرْ بِٱللَّهِ وَمَلَٰٓئِكَتِهِۦ وَكُتُبِهِۦ وَرُسُلِهِۦ وَٱلْيَوْمِ ٱلْءَاخِرِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَٰلًۢا بَعِيدًا ﴾

'হে ঈমানদারগণ, তোমরা আল্লাহ্র প্রতি, তাঁর রাসূলের প্রতি এবং সেই কিতাবের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন কর, যা আল্লাহ স্বীয় রাসূলের প্রতি নাজেল করেছেন। আর, সেইসব কিতাবের প্রতিও বিশ্বাস স্থাপন কর, যা এর পূর্বে তিনি নাজেল করেছেন। আর যে ব্যক্তি আল্লাহ, তাঁর ফেরেশতাগণ, কিতাব সমূহ ও রাসূলগণ এবং পরকাল অস্বীকার করবে সে ভীষণভাবে পথভ্রষ্ট হয়ে পড়বে।' (সূরা নিসা–১৩৬)

আল্লাহ্ তা'আলা আরো বলেনঃ

﴿ أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ ٱللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِى ٱلسَّمَآءِ وَٱلْأَرْضِ ۗ إِنَّ ذَٰلِكَ فِى كِتَٰبٍ ۚ إِنَّ ذَٰلِكَ عَلَى ٱللَّهِ يَسِيرٌ ﴾

'তোমার কি জানা নেই যে, আসমান–জমীনের সবকিছুই আল্লাহর জ্ঞানের আওতাভুক্ত, সবকিছুই একটি কিতাবে লিপিবদ্ধ রয়েছে। এ তো আল্লাহর পক্ষে অতি সহজ।' (সূরা হজ্জ–৭০)

উপরোক্ত নীতিমালার প্রমাণে সহীহ হাদীসের সংখ্যাও অনেক। তন্মধ্যে সেই সুপ্রসিদ্ধ সহীহ হাদীসটি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য, যা ইমাম মুসলিম স্বীয় সহীহ হাদীস গ্রন্থে আমীরুল মুমিনীন হজরত উমর বিন খাত্তাব (রাজিয়াল্লাহ আনহু) হতে বর্ণনা করেছেন। উক্ত হাদীসে আছে যে, জিব্‌রীল

আলাইহিস্‌সালাম যখন নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে ঈমান সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করেন তখন তিনি উত্তরে বলেন– "ঈমান হচ্ছে তুমি আল্লাহ্‌ তা'আলার প্রতি, তাঁর ফেরেশ্‌তাকুল, কিতাব সমূহ ও রাসূলগণের প্রতি এবং পরকালের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করবে; আর এই বিশ্বাসও স্থাপন করবে যে, ভাগ্যের ভালমন্দ আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকেই নির্দ্ধারিত।" উক্ত হাদীসটি ইমাম বুখারী ও মুসলিম উভয়ই হজরত আবু হুরায়রা থেকে বর্ণনা করেছেন। উল্লেখ থাকে যে, আল্লাহ্‌ তা'আলা সম্পর্কে এবং পরকাল সংক্রান্ত ব্যাপারসহ অন্যান্য গায়েবী বিষয়াদি, যার প্রতি প্রত্যেক মুসলমানের আস্থাবান হওয়া একান্ত অপরিহার্য, উক্ত ছয় নীতিমালারই শাখা–প্রশাখা হিসাবে পরিগণিত।

প্রথম নীতিঃ
আল্লাহর প্রতি ঈমান

আল্লাহ্‌র প্রতি ঈমানের প্রথম কথা হলো এই বিশ্বাস স্থাপন করা যে, তিনিই ইবাদতের একমাত্র যোগ্য, সত্যিকার মা'বুদ, অন্য কেহ নয়। কেননা, একমাত্র তিনিই বান্দাদের স্রষ্টা, তাদের প্রতি অনুগ্রহকারী এবং তাদের জীবিকার ব্যবস্থাপক। তিনি তাদের প্রকাশ্য–অপ্রকাশ্য যাবতীয় বিষয় সম্পর্কে পূর্ণ অবহিত এবং তিনি তাঁর অনুগত বান্দাকে প্রতিফল দানে ও অবাধ্য জনকে শাস্তি প্রদানে সম্পূর্ণ সক্ষম। আর, এই ইবাদতের জন্যেই আল্লাহ্‌ তা'আলা জ্বিন ও ইন্‌সানকে সৃষ্টি করেছেন এবং তাদের প্রতি তা বাস্তবায়নের নির্দেশ দিয়েছেন। যেমন, আল্লাহ্‌ তা'আলা বলেনঃ

﴿وَمَا خَلَقْتُ ٱلْجِنَّ وَٱلْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ مَآ أُرِيدُ مِنْهُم مِّن رِّزْقٍ وَمَآ أُرِيدُ أَن يُطْعِمُونِ إِنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلرَّزَّاقُ ذُو ٱلْقُوَّةِ ٱلْمَتِينُ﴾

'আমি জ্বিন ও ইনসানকে কেবল আমারই ইবাদতের জন্য সৃষ্টি করেছি। আমি তাদের নিকট কোন রিজ্ক চাই না, এটিও চাইনা যে, তারা আমাকে খাওয়াবে। নিঃসন্দেহে, আল্লাহ নিজেইতো রিজেক দাতা, মহান শক্তিধর ও প্রবল পরাক্রান্ত।' (সূরা জারিয়াত– ৫৬ ও ৫৭)

আল্লাহ তা'আলা অন্যত্র বলেনঃ

﴿ يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّاسُ ٱعْبُدُوا رَبَّكُمُ ٱلَّذِى خَلَقَكُمْ وَٱلَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ٱلَّذِى جَعَلَ لَكُمُ ٱلْأَرْضَ فِرَٰشًا وَٱلسَّمَآءَ بِنَآءً وَأَنزَلَ مِنَ ٱلسَّمَآءِ مَآءً فَأَخْرَجَ بِهِۦ مِنَ ٱلثَّمَرَٰتِ رِزْقًا لَّكُمْ فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَندَادًا وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ ﴾

'হে মানুষ, তোমরা তোমাদের প্রভু প্রতিপালকের ইবাদত কর যিনি তোমাদের ও তোমাদের পূর্ববর্তী সকলকে সৃষ্টি করেছেন, যাতে তোমরা মুত্তাকী হতে পার। তিনিই সেই প্রভু যিনি তোমাদের জন্যে পৃথিবীকে বিছানা স্বরূপ, আকাশকে ছাদ স্বরূপ তৈরী করেছেন এবং আকাশ হতে বৃষ্টিধারা বর্ষণ করে এর সাহায্যে নানা প্রকার ফল–শষ্য উৎপাদন করে তোমাদের জীবিকার ব্যবস্থা করেছেন। অতএব, তোমরা এসব কথা জেনেশুনে কাউকে আল্লাহ্‌র সমকক্ষ দাঁড় করো না।'

(সূরা বাকারা– ২১, ২২)

এ সত্যকে স্পষ্ট করে তুলে ধরার জন্যে এবং এর প্রতি উদাত্ত আহবান জানিয়ে উহার পরিপন্থী বিষয় থেকে সতর্ক করে দেওয়ার উদ্দেশ্যে আল্লাহ্ পাক যুগে যুগে বহু নবী–রাসূল পাঠিয়েছেন ও কিতাব সমূহ নাজেল করেছেন। আল্লাহ্ পাক বলেনঃ

﴿ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِى كُلِّ أُمَّةٍ رَّسُولًا أَنِ ٱعْبُدُوا ٱللَّهَ وَٱجْتَنِبُوا ٱلطَّٰغُوتَ ﴾:

'প্রত্যেক জাতির প্রতি আমি রাসূল পাঠিয়েছি এই আদেশ সহকারে যে, তোমরা একমাত্র আল্লাহ্‌রই ইবাদত কর এবং তাগুত (শয়তান বা শয়তানী শক্তি)–এর ইবাদত থেকে দূরে থাক।'

(সূরা নামল– ৩৬)

আল্লাহ্ তা'আলা বলেনঃ

﴿ وَمَآ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ إِلَّا نُوحِىٓ إِلَيْهِ أَنَّهُۥ لَآ إِلَٰهَ إِلَّآ أَنَا۠ فَٱعْبُدُونِ ﴾

'আমি তোমার পূর্বে যে রাসূল–ই পাঠিয়েছি তাকে এই বার্তা–ই প্রদান করেছি যে, আমি ছাড়া (তোমাদের) আর কোন মা'বুদ নেই। অতএব, তোমরা কেবল আমারই ইবাদত কর।' (সূরা আম্বিয়া–২৫)

মহামহিম আল্লাহ্ তা'আলা আরো বলেনঃ

﴿ كِتَٰبٌ أُحْكِمَتْ ءَايَٰتُهُۥ ثُمَّ فُصِّلَتْ مِن لَّدُنْ حَكِيمٍ خَبِيرٍ ۝ أَلَّا تَعْبُدُوٓا۟ إِلَّا ٱللَّهَ ۚ إِنَّنِى لَكُم مِّنْهُ نَذِيرٌ وَبَشِيرٌ ﴾

'ইহ, এমন একটি কিতাব যার আয়াতসমূহ এক প্রজ্ঞাময় সর্বজ্ঞ সত্ত্বার নিকট থেকে দৃঢ় প্রতিষ্ঠিত এবং সবিস্তারে বিবৃত রয়েছে, যেন তোমরা আল্লাহ ব্যতীত অন্য কারো ইবাদত না কর। অনন্তর, আমি তাঁরই পক্ষ হতে তোমাদের প্রতি একজন ভয় প্রদর্শনকারী ও সুসংবাদ দাতা।'

(সূরা হূদ– ১,২)

উল্লেখিত এই ইবাদতের প্রকৃত অর্থ হলোঃ যাবতীয় ইবাদত একমাত্র আল্লাহ্ পাকের তরেই নিবেদিত করা। প্রার্থনা, ভয়, আশা, নামাজ, রোজা,

জবেহ, মানত ইত্যাদি সর্বপ্রকার ইবাদত তাঁরই প্রতি পূর্ণ ভালবাসা রেখে, তাঁর মহত্বের সম্মুখে অবনত মস্তকে ছওয়াবের আগ্রহ নিয়ে, শ্রদ্ধাপূর্ণ ভয় ও পূর্ণ বশ্যতা সহকারে সম্পাদন করা। পবিত্র কুরআন শরীফের অধিকাংশ আয়াত এই মহান মৌলিক নীতি সম্পর্কেই অবতীর্ণ হয়েছে। যেমন, আল্লাহ্ পাক বলেনঃ

﴿ فَٱعۡبُدِ ٱللَّهَ مُخۡلِصٗا لَّهُ ٱلدِّينَ أَلَا لِلَّهِ ٱلدِّينُ ٱلۡخَالِصُ ﴾

'অতএব তুমি এক আল্লাহ্রই ইবাদত কর, দ্বীনকে একমাত্র তাঁরই জন্যে খালেছ কর। সাবধান, খালেছ দ্বীন তো একমাত্র আল্লাহরই প্রাপ্য।'

(সূরা যুমার–২,৩)

আল্লাহ পাক বলেনঃ

﴿ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعۡبُدُوٓاْ إِلَّآ إِيَّاهُ ﴾

তোমার প্রতিপালক এই বিধান করে দিয়েছেন যে, তোমরা কেবল তাঁরই ইবাদত করবে, অন্য কারো নয়। (সূরাইসরা–২৩)

মহামহিম আল্লাহ্ পাক আরো বলেনঃ

﴿ فَٱدۡعُواْ ٱللَّهَ مُخۡلِصِينَ لَهُ ٱلدِّينَ وَلَوۡ كَرِهَ ٱلۡكَٰفِرُونَ ﴾

'অতএব, তোমরা আল্লাহকেই ডাক, নিজেদের দ্বীনকে কেবল তাঁরই জন্যে খালেছ ভাবে নির্দিষ্ট কর, কাফেরদের কাছে তা যতই দুঃসহ হোক না কেন।'

(সূরা গাফির–১৪)

সহীহ বুখারী ও মুসলিম শরীফে হজরত মুয়াজ (রাজিয়াল্লাহ আনহ) হতে বর্ণিত আছে যে, নবী করীম (সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, 'বান্দার উপর আল্লাহ্র অধিকার হলো, তারা যেন কেবল তাঁরই ইবাদত করে এবং এতে অন্য কাউকে তাঁর সাথে অংশীদার না করে।'

আলাহ্র প্রতি ঈমানের আরেকটি দিক হলো– ঐ সমস্ত বিষয়ের উপর বিশ্বাস স্থাপন করা, যা আল্লাহ্ পাক তাঁর বান্দাগণের উপর ওয়াজেব ও ফরজ করে দিয়েছেন। যথাঃ ইসলামের বাহ্যিক পাঁচটি স্তম্ভ– (১) সাক্ষ্য প্রদান করা যে, আল্লাহ্ ব্যতীত অন্য কোন মা'বুদ নাই এবং মুহাম্মদ (তাঁর উপর আল্লাহর দরূদ ও সালাম বর্ষিত হোক) আল্লাহর রাসূল, (২) নামাজ প্রতিষ্ঠা করা, (৩) যাকাত প্রদান করা, (৪) রমজান মাসের রোজা পালন করা (৫) বায়তুল্লাহ শরীফে পৌছার সামর্থবান ব্যক্তির পক্ষে হজ্জব্রত পালন করা ইত্যাদি সহ অন্যান্য ফরজগুলি, যা নিয়ে পবিত্র শরীয়া'তের আগমন ঘটেছে। উপরোক্ত স্তম্ভ বা রুকনগুলির মধ্যে সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ ও প্রধান রুকন হলো– এই সাক্ষ্য প্রদান করা যে, 'আল্লাহ্ ব্যতীত অন্য কোন মা'বুদ নেই এবং মুহাম্মদ (তাঁর উপর আল্লাহর দরূদ ও সালাম বর্ষিত হোক) আলাহ্র রাসূল।' সুতরাং 'আল্লাহ্ ব্যতীত অন্য কোন মা'বুদ নেই' এই সাক্ষ্যের দাবীই হলো একমাত্র আল্লাহর জন্যে ইবাদতকে খালেছ করা এবং আল্লাহ ব্যতীত অন্য সবকিছু হতে তা মুক্ত রাখা। এটিই হলো কালিমা–

لَآ إِلَهَ إِلَّا ٱللَّهُ এর প্রকৃত মর্মার্থ। কেননা, এর যথার্থ অর্থ হলো– আল্লাহ ব্যতীত অন্য কোন সত্যিকার মা'বুদ নেই। সুতরাং তাঁকে ব্যতীত যা কিছুর ইবাদত করা হয়, সে মানব সন্তান হোক আর ফেরেশতা, জ্বিন বা অন্য যাই হোক, সবই বাতেল। সত্যিকার মা'বুদ হলেন কেবল সেই মহান আল্লাহ্ তা'আলাই। আল্লাহ্ পাক বলেনঃ

﴿ذَٰلِكَ بِأَنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلْحَقُّ وَأَنَّ مَا يَدْعُونَ مِن دُونِهِۦ هُوَ ٱلْبَٰطِلُ﴾

'তা এই জন্যে যে, আল্লাহ্‌ই প্রকৃত সত্য এবং তাঁকে বাদ দিয়ে ওরা যার ইবাদত করছে তা নিঃসন্দেহে বাতেল।' (সূরাহজ্জ-৬২)

ইতিপূর্বে বলা হয়েছে যে, আল্লাহ তা'আলা এই যথার্থ মৌলিক বিষয়ের উদ্দেশ্যেই জ্বিন ও ইন্‌সান সৃষ্টি করেছেন এবং তাদেরকে তা পালনেরও নির্দেশ দিয়েছেন। এরই উদ্দেশ্যে আল্লাহ্‌ তা'আলা তাঁর রাসূলগণকে পাঠিয়েছেন এবং নাজেল করেছেন স্বীয় পবিত্র কিতাব সমূহ। সুতরাং হে পাঠক, বিষয়টি ভাল করে ভেবে দেখুন এবং এ সম্পর্কে গভীরভাবে চিন্তা করুন। আপনার কাছে নিশ্চয়ই স্পষ্ট হয়ে উঠবে যে, অধিকাংশ মুসলমান উক্ত গুরুত্বপূর্ণ মৌলিক নীতি সম্পর্কে বিরাট অজ্ঞতার মধ্যে নিপতিত রয়েছে। ফলে, তারা আল্লাহ্‌র সাথে অন্যেরও ইবাদত করছে এবং তাঁর প্রাপ্য ও খালেছ অধিকার অন্যের তরে নিবেদিত করে চলছে। (আল্লাহ্‌ পাকই আমাদের একমাত্র সহায়)

এ বিশ্বাসও আল্লাহ্‌ পাকের প্রতি ঈমানের অন্তর্ভুক্ত যে, তিনিই সর্ব জগতের সৃষ্টিকর্তা, তাদের যাবতীয় বিষয়ের ব্যবস্থাপক এবং আল্লাহ্‌পাক যেভাবে ইচ্ছা সেভাবে স্বীয় জ্ঞান ও কুদরতের দ্বারা তাদেরকে নিয়ন্ত্রণ করেন। তিনি দুনিয়া–আখেরাতের মালিক ও সমগ্র জগৎবাসীর প্রতিপালক। তিনি ব্যতীত কোন স্রষ্টা নেই, নেই কোন প্রভু। তিনিই আপন বান্দাহগণের যাবতীয় সংশোধন, তাদের ইহলৌকিক ও পারলৌকিক মঙ্গল ও কল্যাণের প্রতি আহ্বান জানানোর উদ্দেশ্যে রাসূলগণকে প্রেরণ করেছেন এবং আসমানী কিতাবসমূহ নাজেল করেছেন। ঐ সমস্ত ব্যাপারে পূত পবিত্র আল্লাহ্‌ তা'আলার কোন শরীক নেই।

তিনি বলেনঃ

﴿ٱللَّهُ خَٰلِقُ كُلِّ شَىْءٍۢ ۖ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَىْءٍۢ وَكِيلٌ﴾

'আল্লাহই প্রতিটি বস্তুর সৃষ্টিকর্তা এবং তিনিই সর্ব বিষয়ের নেগাহবান।' (সূরা যুমার– ৬২)

আল্লাহ্ তা'আলা আরো বলেনঃ

﴿إِنَّ رَبَّكُمُ ٱللَّهُ ٱلَّذِى خَلَقَ ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضَ فِى سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ ٱسْتَوَىٰ عَلَى ٱلْعَرْشِ يُغْشِى ٱلَّيْلَ ٱلنَّهَارَ يَطْلُبُهُۥ حَثِيثًا وَٱلشَّمْسَ وَٱلْقَمَرَ وَٱلنُّجُومَ مُسَخَّرَٰتٍۭ بِأَمْرِهِۦٓ ۗ أَلَا لَهُ ٱلْخَلْقُ وَٱلْأَمْرُ ۗ تَبَارَكَ ٱللَّهُ رَبُّ ٱلْعَٰلَمِينَ﴾

নিশ্চয়ই তোমাদের প্রভু হলেন আল্লাহ, যিনি আকাশ মন্ডল ও পৃথিবীকে ছয় দিনে সৃষ্টি করেছেন। অতঃপর তিনি আরশের উপর বিরাজমান হলেন। তিনি রাতকে দিনের উপর সমাচ্ছন্ন করে দেন, যাতে রাত দ্রুতগতিতে দিনের অনুসরণ করে চলে। আর তিনি সৃষ্টি করেছেন সূর্য, চন্দ্র ও তারকারাজি সবই তাঁর নির্দেশে পরিচালিত। জেনে রাখো, সৃষ্টি আর হুকুম প্রদানের মালিক তিনিই। চির মঙ্গলময় মহান আল্লাহ তিনিই সর্বজগতের প্রভু। (সূরা আল আ'রাফ– ৫৪)

আল্লাহ তা'আলার প্রতি ঈমানের আরেকটি দিক হলো, পবিত্র মহান কুরআন শরীফে উদ্ধৃত এবং বিশ্বস্ত রাসূলে করীম হতে প্রমাণিত আল্লাহ তা'আলার সর্ব সুন্দর নামসমূহ ও তাঁর সর্বোন্নত গুণরাজির উপর কোন প্রকার বিকৃতি, অস্বীকৃতি, ধরণ–গঠন বা সাদৃশ্য আরোপ না করে বিশ্বাস স্থাপন করা। এগুলি যেভাবে এসেছে ঠিক সেভাবেই কোন ধরণ–গঠন নির্ণয় না করে উহার মহান অর্থগত দিক সমূহের উপর অবশ্যই বিশ্বাস স্থাপন করে নিতে হবে। কেননা, এগুলিই আল্লাহ তা'আলার সেইসব গুণাবলী যদ্বারা কোন সৃষ্টির সাথে সাদৃশ্য আরোপ না করে যথোপযুক্তভাবে তাঁকে বিশেষিত করতে হবে। আল্লাহ্ তা'আলা বলেন–

﴿لَيْسَ كَمِثْلِهِۦ شَىْءٌ ۖ وَهُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْبَصِيرُ﴾

'কোন কিছুই তাঁর সদৃশ নেই। তিনি সর্বশ্রোতা, সর্বদ্রষ্টা।'
(সূরা শূরা– ১১)

আল্লাহ্ তা'আলা আরো বলেনঃ

﴿ فَلَا تَضْرِبُوا لِلَّهِ الْأَمْثَالَ إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ﴾

'সুতরাং তোমরা আল্লাহ্র কোন সদৃশ স্থির করো না, নিঃসন্দেহে আল্লাহ্ই জানেন, তোমরা জান না।' (সূরা নাহল- ৭৪)

এই হলো রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাহাবীগণ ও তাঁদের নিষ্ঠাবান অনুসারী আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাআ'তের আকীদা বা ধর্ম বিশ্বাস। ইমাম আবুল হাসান আল-আশ'আরী (রাহমাতুল্লাহি আলাইহি) তাঁর المقالات عن اصحاب الحديث واهل السنة নামক গ্রন্থে এই আকীদার কথাই উদ্ধৃত করেছেন। এভাবে ইল্ম ও ঈমানের বিজ্ঞজনেরাও তা বর্ণনা করে গেছেন। ইমাম আওযায়ী (আল্লাহ তার উপর রহমত বর্ষণ করুন) বলেনঃ ইমাম জুহ্‌রী ও মাক্‌হুলকে আল্লাহ তা'আলার গুণরাজি সম্পর্কিত আয়াতগুলি সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হলে তাঁরা উত্তরে বলেনঃ 'এগুলি যেভাবে এসেছে ঠিক সেভাবেই মেনে নাও।' ওয়ালীদ বিন মুসলিম (তাঁর উপর আল্লাহর রহমত বর্ষিত হউক) বলেনঃ ইমাম মালেক, আওযায়ী, লাইছ বিন সা'দ ও সুফ্ইয়ান ছাওরীকে আল্লাহর গুণরাজি সম্বন্ধে বর্ণিত হাদীস সমূহ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হলে তাঁরা সকলেই উত্তরে বলেনঃ 'এগুলি যেভাবে এসেছে ঠিক সেভাবেই কোন ধরণ-প্রকরণ নির্ণয় ব্যতিরেকে মেনে নাও।' ইমাম আওযায়ী বলেনঃ বহুল সংখ্যায় তাবেয়ীগণের জীবদ্দশায় আমরা বলাবলি করতাম যে, আল্লাহ পাক তাঁর আরশের উপর বিরাজমান রয়েছেন এবং হাদীস শরীফে বর্ণিত তাঁর সব গুণাবলীর উপর আমরা বিশ্বাস স্থাপন করি। ইমাম মালেকের উস্তাদ রাবী'আ বিন আবু আব্দুর রহমানকে (আল্লাহ তাঁদের উভয়ের উপর রহমত বর্ষণ করুন) الاستواء। (আরশের উপর আল্লাহর সমাসীন হওয়া) সম্পর্কে যখন জিজ্ঞাসা করা হয় তখন তিনি বলেনঃ আরশের উপর আল্লাহর সমাসীন

হওয়া অজানা ব্যাপার নয়; তবে এর বাস্তব ধরণ আমাদের বোধগম্য নহে। আল্লাহর পক্ষ থেকেই আসে রেসালাত, আর রাসূলের দায়িত্ব হলো স্পষ্টভাবে এর ঘোষণা করা এবং আমাদের কর্তব্য হলো এর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করা। ইমাম মালেককে (রাহিমাহুল্লাহ)– الاستواء। সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হলে উত্তরে তিনি বলেনঃ সমাসীন হওয়া আমাদের জ্ঞাতে আছে তবে এর বাস্তব ধরণ অজ্ঞাত। এর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করা আমাদের অবশ্য কর্তব্য এবং এ সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করা বিদ্আ'ত।' অতঃপর তিনি প্রশ্নকারীকে সম্বোধন করে বলেনঃ 'আমিতো তোমাকে একজন মন্দ লোক দেখছি।' এই বলে তাকে মজলিশ থেকে বের করে দেওয়ার নির্দেশ দেন। মুমেনগণের মাতা হজরত উম্মে সালমা (রাজিয়াল্লাহুআন্হা) হতে ঐ একই অর্থে হাদীস বর্ণিত আছে। ইমাম আবু আব্দুর রহমান আব্দুল্লাহ বিন মুবারক (রাহমাতুল্লাহি আলাইহি) বলেনঃ 'আমরা জানি, আমাদের পাক প্রভু স্বীয় সৃষ্টি থেকে ব্যবধানে আকাশ মন্ডলের উর্ধ্বে আপন আরশের উপর বিরাজমানরয়েছেন।'

উপরোক্ত বিষয়ে ইমামগণের অনেক বক্তব্য রয়েছে। এ সংক্ষিপ্ত পরিসরে এর বিস্তারিত উল্লেখ সম্ভব নয়। কারো এর অধিক জানার আগ্রহ হলে সুন্নী আলেমগণ কর্তৃক উক্ত বিষয়ের উপর রচিত বিভিন্ন গ্রন্থাবলী পর্যালোচনা করে দেখুন। উদাহরণ স্বরূপ কয়েকটি গ্রন্থের নাম উল্লেখ করছি। যথাঃ

(১) আব্দুল্লাহ বিন ইমাম আহমদ– রচিত কিতাবুস সুন্নাহ

(২) প্রখ্যাত ইমাম মুহাম্মদ বিন খুযাইমা– ,, কিতাবুত তাওহীদ

(৩) আবুল কাসেম লালকায়ী তাবারী– ,, কিতাবুস সুন্নাহ

(৪) আবু বকর বিন আবি আ'ছি– ,, ,, ,,

(৫) শেখুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়্যার– ,, হমাতবাসীদের প্রতি প্রদত্ত জবাব।

এই গ্রন্থখানা অতি উপকারী এক মহৎ জবাবনামা। এতে শায়খুল ইসলাম অতি চমৎকারভাবে আহলে সুন্নাতের আকীদা তুলে ধরেছেন এবং তাদের বহুবিধ উক্তিসহ বুদ্ধিবৃত্তিক ও ধর্মীয় দলীল প্রমাণ উদ্ধৃত করেছেন, যা আহলে সুন্নাতের বক্তব্যের বিশুদ্ধতা ও তাদের বিপক্ষীয় বক্তব্যের বাতুলতা সঠিকভাবে প্রমাণিত করে।

(৬) শায়খুল ইসলামের রচিত অনুরূপ আরেকটি কিতাব 'রেসালায়ে তাদমুরিয়া, নামে পরিচিত। এই পুস্তিকায় তিনি উক্ত বিষয়টি সবিস্তারে আলোচনা করেন। বিভিন্ন উক্তি ও যুক্তি সহকারে আহলে সুন্নাতের আকীদা স্পষ্টভাবে বর্ণনা করেন এবং এমনভাবে বিরুদ্ধবাদীদের প্রত্যুত্তর প্রদান করেন যে, সত্যান্বেষী ও সরল-সাধু যে কোন জ্ঞানভাজন ব্যক্তি একটু চিন্তা করলেই তাঁর কাছে সত্য উদ্ভাসিত ও বাতেল বিলুপ্ত হতে দেরী হবে না। আর যে কেউ আল্লাহ্ পাকের পবিত্র নামসমূহ ও গুণরাজি সংক্রান্ত বিশ্বাসে আহলে সুন্নাতের বিরোধীতা করবে সে নিশ্চিতভাবেই পরস্পর বিরোধী বিশ্বাসে এবং উদ্ধৃতি ও যুক্তিগত অকাট্য প্রমাণাদির বিপক্ষে নিপতিত হবে।

আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাআ'ত আল্লাহ তা'আলার জন্যে ঐসব গুণাবলী সাদৃশ্যহীনভাবে প্রতিষ্ঠিত করেন যা তিনি স্বীয় মহান গ্রন্থ কুরআন শরীফে অথবা তাঁর রাসূল হজরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর সহীহ হাদীস সমূহে আল্লাহ্র জন্যে প্রতিষ্ঠা করেছেন। তাঁরা আল্লাহ পাককে তাঁর সৃষ্টির সদৃশ হওয়া থেকে এমনভাবে পূত পবিত্র রাখেন যার মধ্যে তা'তীল বা গুণমুক্ত হওয়ার কোন লেশ থাকে না। ফলে, তাঁরা পরস্পর বিরোধী আস্থা থেকে মুক্ত হয়ে সমূহ দলীল-প্রমাণের ভিত্তিতে আল্লাহর গুণাবলীর উপর বিশ্বাস স্থাপন করে থাকেন। বস্তুতঃ আল্লাহ পাকের বিধানই হলো, যে জন রাসূলগণের মাধ্যমে প্রেরিত সত্যকে আঁকড়ে ধরে তার সমুদয় সামর্থ সে পথে ব্যয় করে এবং নিষ্ঠার সাথে এর অন্বেষায় থাকে, তাকে আল্লাহ পাক সত্যের পথে চলার তৌফিক দান করেন এবং তার বক্তব্যকে বিজয়ী করে দেন। আল্লাহ পাক বলেনঃ

﴿ بَلْ نَقْذِفُ بِالْحَقِّ عَلَى الْبَاطِلِ فَيَدْمَغُهُ فَإِذَا هُوَ زَاهِقٌ ﴾

'বরং আমিতো বাতেলের উপর সত্যের আঘাত হেনে থাকি, ফলে তা অসত্যকে চূর্ণ–বিচূর্ণ করে দেয় এবং তৎক্ষণাৎই বাতেল বিলুপ্ত হয়ে যায়।'
(সূরা আম্বিয়া– ১৮)

আল্লাহ তা'আলা আরেকটি আয়াতে বলেনঃ

﴿ وَلَا يَأْتُونَكَ بِمَثَلٍ إِلَّا جِئْنَاكَ بِالْحَقِّ وَأَحْسَنَ تَفْسِيرًا ﴾

'আর যখনই তারা তোমার সম্মুখে কোন নূতন কথা নিয়ে এসেছে, সঙ্গে সঙ্গে আমি এর জবাব তোমাকে জানিয়ে দিয়েছি এবং অতি উত্তমভাবে মূল কথা ব্যক্ত করে দিয়েছি।' (সূরা ফুরকান–৩৩)

হাফেজ ইবনে কাছীর (রাহমাতুল্লাহি আলাইহি) তাঁর বিখ্যাত তাফসীর গ্রন্থে আল্লাহ পাকের বাণীঃ

﴿ إِنَّ رَبَّكُمُ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ ﴾

'বস্তুতঃ তোমাদের প্রভু সেই আল্লাহ যিনি আকাশ মন্ডল ও পৃথিবীকে ছয় দিনের মধ্যে সৃষ্টি করেন, অতঃপর তিনি আরশের উপর সমাসীন হন।'
(সূরা আরাফ–৫৪)

এর ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে অতি সুন্দর কথা বলেছেন। যা অত্যন্ত উপকারী বিধায় এখানে প্রনিধানযোগ্য মনে করি। তিনি বলেনঃ

'এ প্রসঙ্গে লোকদের বক্তব্য অনেক, এর বিস্তারিত বর্ণনার স্থান এখানে নয়। আমরা এ ব্যাপারে ঐ পথই গ্রহণ করবো, যে পথে চলেছেন পূর্বেকার সুযোগ্য মনীষী ইমাম মালেক, আওযায়ী, ছাওরী, লাইছ বিন সা'দ, শাফেয়ী, আহমদ, ইস্হাক বিন রাহওয়ায় সহ তৎকালীন ও পরবর্তী মুসলমানদের ইমামগণ। আর তা হলোঃ আল্লাহ তা'আলার গুণাবলীর বর্ণনা যেভাবে আমাদের কাছে পৌছেছে ঠিক সেভাবেই তা মেনে নেওয়া, এর কোন ধরণ, সাদৃশ্য বা গুণ বিমুক্তি নির্ণয় ব্যতিরেকেই। সাদৃশ্য পন্থীদের মস্তিকে প্রথম শব্দেই আল্লাহ্র গুণাবলী সম্পর্কে যে কল্পনার উদয় ঘটে তা আল্লাহ পাক থেকে সম্পূর্ণরূপে বিদূরিত। কেননা, কোন ব্যাপারেই কোন সৃষ্টি আল্লাহ্র সদৃশ হতে পারে না। তাঁর সমতুল্য কোন বস্তু নেই, তিনি সর্বশ্রোতা, সর্বদ্রষ্টা। প্রকৃতপক্ষে বিষয়টি তদ্রুপই, যেরূপ শ্রদ্ধেয় ইমামগণ বলে গেছেন। তাঁদের মধ্যে ইমাম বুখারীর উস্তাদ নয়ীম বিন হাম্মাদ আল খুজায়ী অন্যতম। তিনি বলেছেনঃ যে লোক আল্লাহ্কে তাঁর সৃষ্টির সাথে কোন ব্যাপারে সদৃশ মনে করে সে কাফের এবং যে আল্লাহ্র সব গুণরাজি অস্বীকার করে যা দ্বারা তিনি নিজেকে বিশেষিত করেছেন, সেও কাফের। কেননা আল্লাহকে স্বয়ং তিনি বা তাঁর রাসূল যেসব গুণরাজির দ্বারা বিশেষিত করেছেন সৃষ্টির সাথে সেগুলোর কোন সাদৃশ্য নেই। সুতরাং যে ব্যক্তি আল্লাহ তা'আলার জন্যে কুরআন শরীফের স্পষ্ট আয়াত ও সহীহ হাদীস সমূহে বর্ণিত গুণরাজি এমনভাবে প্রতিষ্টা করে যা, আল্লাহ তা'আলার মহত্ত্বের সাথে মানানসই হয় এবং তাঁকে যাবতীয় অপূর্ণতা, খুঁত বা ক্রটি-বিচ্যুতি থেকে পাক-পবিত্র রাখে সে ব্যক্তিই হেদায়াতের পথ সঠিকভাবে অনুসরণ করে চলে।

দ্বিতীয় নীতিঃ
ফেরেশতাদের প্রতি ঈমান

ফেরেশতাগণের প্রতি ব্যাপক ও বিশদভাবে বিশ্বাস স্থাপন করতে হবে। একজন মুসলমান ব্যাপকভাবে এ বিশ্বাস স্থাপন করবে যে, আল্লাহ তা'আলার বিপুল সংখ্যক ফেরেশতা রয়েছেন। তাদেরকে তিনি নিজ আনুগত্যের জন্যে সৃষ্টি করেছেন। তাদের বর্ণনা দিয়ে তিনি বলেছেন যে, তারা আল্লাহর আগেভাগে কোন কথা বলে না বরং তারা সর্বদা তাঁর আদেশানুসারে নিজ নিজ দায়িত্ব পালন করে চলে। আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ

﴿ عِبَادٌ مُّكْرَمُونَ
لَا يَسْبِقُونَهُ بِالْقَوْلِ وَهُم بِأَمْرِهِ يَعْمَلُونَ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ
وَلَا يَشْفَعُونَ إِلَّا لِمَنِ ارْتَضَىٰ وَهُم مِّنْ خَشْيَتِهِ مُشْفِقُونَ ﴾

"তাদের সম্মুখে এবং পশ্চাতে যা কিছু আছে সবকিছুই তাঁর জানা রয়েছে। যাদের পক্ষে সুপারিশ শুনতে আল্লাহ রাজী হবেন কেবল তাদের জন্যেই তারা সুপারিশ করবে। আর তাঁরা (ফেরেশতারা) আল্লাহর ভয়ে সদা সর্বদা ভীত সন্ত্রস্ত থাকে।" (সূরা আম্বিয়া-২৮)

আল্লাহর ফেরেশতাগণ অনেক প্রকার দায়িত্বে নিয়োজিত রয়েছে। তন্মধ্যে একদল তাঁর আরশ উত্তোলনের কাজে, অপর একদল বেহেশ্ত-দোযখের তত্ত্বাবধানে এবং আরেক দল মানুষের আমলনামা সংরক্ষণের দায়িত্বে নিয়োজিত রয়েছে।

আর আমরা বিশদভাবে ঐসব ফেরেশতাদের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করব যাদের নাম আল্লাহ ও তাঁর রাসূল উল্লেখ করেছেন। যেমন, জিবরীল, মীকাঈল, মালিক- তিনি দোযখের তত্ত্বাবধায়ক এবং ইসরাফীল- তিনি মহা প্রলয়ের দিন শিঙ্গায় ফুৎকার দেওয়ার দায়িত্বে রয়েছেন। একাধিক সহীহ হাদীসে তাঁর কথা উল্লেখ আছে। হজরত আয়েশা (রাঃ) হতে বর্ণিত এক সহীহ হাদীসে প্রমাণিত আছে যে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি

ওয়াসাল্লাম বলেছেন– "ফেরেশ্‌তাগণ নূরের সৃষ্টি, জ্বিনকুল খাটি আগুন থেকে সৃষ্টি এবং আদমকে যা দিয়ে সৃষ্টি করেছেন তা আল্লাহ তা'আলা (কুরআনের বিভিন্ন আয়াতে) তোমাদেরকে বলে দিয়েছেন।" ইমাম মুসলিম উক্ত হাদীসটি সনদ সহ স্বীয় সহীহ গ্রন্থে বর্ণনা করেছেন।

তৃতীয় নীতিঃ
আসমানী কিতাবসমূহের প্রতি ঈমান

এভাবে আল্লাহ তা'আলার কিতাব সমূহের প্রতি ঈমান আনয়নের ক্ষেত্রে ব্যাপকভাবে এ বিশ্বাস স্থাপন করতে হবে যে, আল্লাহ পাক আপন সত্যের ঘোষণা এবং এর প্রতি আহ্বান জানানোর উদ্দেশ্যে তাঁর নবী ও রাসূলগণের উপর বহুসংখ্যক কিতাব অবতীর্ণ করেছেন। আল্লাহ পাক বলেনঃ

﴿ لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَٰتِ وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَٰبَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ ﴾

'আমি আমার রাসূলগণকে সুস্পষ্ট নিদর্শনাদি সহ পাঠিয়েছি এবং তাদের সাথে কিতাব ও মানদন্ড নাজেল করেছি, যাতে লোক ইনসাফ ও সুবিচারের উপর প্রতিষ্ঠিত হতে পারে।' (সূরাহাদীদ–২৫)

আল্লাহ তা'আলা আরো বলেনঃ

﴿ كَانَ النَّاسُ أُمَّةً وَٰحِدَةً فَبَعَثَ اللَّهُ النَّبِيِّـۧنَ مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ وَأَنزَلَ مَعَهُمُ الْكِتَٰبَ بِالْحَقِّ لِيَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ فِيمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ ﴾

'প্রথমদিকে মানুষ একই পথের অনুসারী ছিল। অনন্তর আল্লাহ নবীদের প্রেরণ করেন সঠিক পথের অনুসারীদের জন্য সুসংবাদদাতা এবং বিভ্রান্তদের জন্য ভীতি প্রদর্শনকারী হিসেবে। আর, তাদের সাথে নাজেল করেন সত্যের প্রতীক কিতাব সমূহ, এ উদ্দেশ্যে যে, লোকদের মধ্যে যেসব বিষয়ে মতবিরোধ সৃষ্টি হয়েছে তিনি তার চূড়ান্ত ফয়সালা করে দেন।'

(সূরা বাকারা– ২১৩)

আর বিশদভাবে আমরা ঐসব কিতাবের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করবো যেগুলোর নাম আল্লাহ তা'আলা বিশেষভাবে উল্লেখ করেছেন। যেমন, তাওরাত, ইঞ্জিল, যবুর ও কুরআন। এগুলোর মধ্যে কুরআনই সর্বোত্তম ও সর্বশেষ কিতাব যা পূর্ববর্তী অপর কিতাব সমূহের সংরক্ষক ও সত্যায়নকারী। সমগ্র উম্মতকে ইহারই অনুসরণ করতে হবে এবং রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) থেকে বর্ণিত সহীহ সুন্নাত সহ ইহারই ফয়সালা মেনে নিতে হবে। কেননা, আল্লাহ পাক তাঁর নবী মুহাম্মদকে (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) সমগ্র জ্বিন ও ইন্সানের প্রতি রাসূল হিসাবে প্রেরণ করেছেন এবং তাঁর প্রতি এই মহান কিতাব 'কুরআন শরীফ' নাজেল করেছেন;-যাতে তিনি (রাসূল) ইহা দ্বারা লোকদের মধ্যে ফয়সালা করেন। উপরন্তু, আল্লাহ তা'আলা এই কুরআনকে তাদের অন্তরস্থ যাবতীয় ব্যাধির প্রতিকার, তাদের প্রতিটি বিষয়ের স্পষ্ট প্রতিপাদক এবং মু'মেনদের জন্য হেদায়াত ও রহমত স্বরূপ অবতীর্ণ করেছেন। আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ

﴿ وَهَٰذَا كِتَٰبٌ أَنزَلْنَٰهُ مُبَارَكٌ فَٱتَّبِعُوهُ وَٱتَّقُوا۟ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ﴾

"আর, ইহা এক মহাকল্যাণময় গ্রন্থ যা আমি অবতীর্ণ করেছি। সুতরাং তোমরা ইহারই অনুসরণ কর এবং তাকওয়াপূর্ণ আচরণ–বিধি গ্রহণ কর। তাহলে তোমাদের প্রতি রহমত নাজেল হবে।'

(সূরা আন্‌আম– ১৫৫)

আল্লাহ তা'আলা আরো বলেনঃ

﴿ وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ ٱلْكِتَـٰبَ تِبْيَـٰنًا لِّكُلِّ شَىْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَىٰ لِلْمُسْلِمِينَ ﴾

'আমি মুসলমানদের জন্য প্রত্যেকটি বিষয়ে স্পষ্ট ব্যাখ্যা স্বরূপ, পথ নির্দেশ, রহমত ও সুসংবাদ স্বরূপ তোমার প্রতি এই কিতাব অবতীর্ণ করলাম।'

(সূরা নাহল– ৮৯)

আল্লাহ তা'আলা অন্যত্র বলেনঃ

﴿ قُلْ يَـٰٓأَيُّهَا ٱلنَّاسُ إِنِّى رَسُولُ ٱللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا ٱلَّذِى لَهُۥ مُلْكُ ٱلسَّمَـٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضِ لَآ إِلَـٰهَ إِلَّا هُوَ يُحْىِۦ وَيُمِيتُ فَـَٔامِنُوا۟ بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِ ٱلنَّبِىِّ ٱلْأُمِّىِّ ٱلَّذِى يُؤْمِنُ بِٱللَّهِ وَكَلِمَـٰتِهِۦ وَٱتَّبِعُوهُ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ ﴾

"(হে রাসূল) বল, ওহে মানবমন্ডলী। নিশ্চয়ই আমি তোমাদের সকলের প্রতি প্রেরিত সেই আল্লাহর রাসূল যিনি জমীন ও আকাশ সমুহের একচ্ছত্র মালিক। তিনি ব্যতীত আর কোন মা'বুদ নেই, তিনিই জীবন মৃত্যু দান করেন। অতএব, তোমরা আল্লাহ ও তাঁর নিরক্ষর নবীর প্রতি ঈমান আন, যে আল্লাহ ও তাঁর সকল বাণীর প্রতি বিশ্বাস রাখে। আর তোমরা তার অনুসরণ কর যাতে তোমরা সরল সঠিক পথের সন্ধান লাভ করতে পার।"

(সুরা আ'রাফ– ১৫৮)

উপরোক্ত অর্থে কোরআনে করীমে আয়াতের সংখ্যা অনেক।

চতুর্থ নীতিঃ
রাসুলগণের প্রতি ঈমান

আল্লাহর প্রেরিত রাসূলগণের প্রতিও ব্যাপক ও বিশদভাবে বিশ্বাস স্থাপন করতে হবে। সুতরাং আমরা বিশ্বাস করি যে, আল্লাহ পাক আপন বান্দাদের প্রতি তাদের মধ্য হতে বহু সংখ্যক রাসূল শুভ সংবাদবাহী, ভীতি প্রদর্শনকারী ও সত্যের পানে আহবায়ক রূপে প্রেরণ করেছেন। যে ব্যক্তি তাদের আহ্বানে সাড়া দিয়েছে সে সৌভাগ্যের পরশ লাভ করেছে, আর যে তাদের বিরোধীতা করেছে সে হতাশা ও অনুশোচনার শিকারে নিপতিত হয়েছে।

রাসূলদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ ও সর্বশেষ হলেন আমাদের প্রিয় নবী হজরত মুহাম্মদ বিন আব্দুলাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)। আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ

﴿وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ﴾

'প্রত্যেক জাতির প্রতি আমি রাসূল পাঠিয়েছি এই আদেশ সহকারে যে, তোমরা আল্লাহর ইবাদত কর এবং তাগুতের (শয়তান বা শয়তানী শক্তির) ইবাদত থেকে দূরে থাক।' (সূরা নাহাল– ৩৬)

আল্লাহ তা'আলা আরো বলেনঃ

﴿رُسُلًا مُبَشِّرِينَ وَمُنْذِرِينَ لِئَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ﴾

'আমি তাদের সবাইকে শুভ সংবাদবাহী ও সতর্ককারী রাসূল হিসাবে প্রেরণ করেছি যাতে এই রাসূলগণের আগমণের পর মানুষের পক্ষে আল্লাহর বিরুদ্ধে কোন অভিযোগ না থাকে।' (সূরা নিসা– ১৬৫)

আল্লাহ তা'আলা অন্যত্র বলেনঃ

﴿ مَّا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَآ أَحَدٍ مِّن رِّجَالِكُمْ وَلَٰكِن رَّسُولَ ٱللَّهِ وَخَاتَمَ ٱلنَّبِيِّـۧنَ ﴾

'মুহাম্মদ তোমাদের পুরুষদের মধ্যে কারো পিতা নয় বরং সে তো আল্লাহর রাসূল ও সর্বশেষ নবী।' (সূরা আহ্যাব– ৪০)

ঐ সমস্ত নবী–রাসূলগণের মধ্যে আল্লাহ যাদের নাম উল্লেখ করেছেন বা যাদের নাম রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে প্রমাণিত হয়েছে তাদের প্রতি আমরা বিশদভাবে ও নির্দিষ্ট করে বিশ্বাস স্থাপন করি। যেমন– হজরত নূহ, হুদ, সালেহ, ইব্রাহীম ও অন্যান্য রাসূলগণ। আল্লাহ তাঁদের সকলের উপর, তাদের পরিবারবর্গ ও অনুসারীদের উপর রহমত ও শান্তি বর্ষণ করুন।

পঞ্চম নীতিঃ আখেরাতের দিনের উপর ঈমান

পরকাল সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা ও তাঁর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কর্তৃক প্রদত্ত যাবতীয় সংবাদের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন আখেরাতের দিনের উপর ঈমানের অর্ন্তভুক্ত। মৃত্যুর পর যা কিছু ঘটবে– যেমন, কবরের পরীক্ষা, সেখানকার আযাব ও নেয়ামত এবং রোজ কেয়ামতের ভয়াবহতা ও প্রচন্ডতা, পুলসিরাত, দাঁড়িপাল্লা, হিসাব নিকাশ,

প্রতিফল প্রদান, মানুষের মধ্যে তাদের আমলনামা বিতরণ; তখন কেউবা তা ডান হাতে গ্রহণ করবে আবার কেউবা তা বাম হাতে বা পিছনের দিক হতে গ্রহণ করবে ইত্যাদি সব কিছুর উপর বিশ্বাস স্থাপন উক্ত ঈমানের আওতাভুক্ত। এতদ্ব্যতীত আমাদের প্রিয় নবী হজরত মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর অবতরণের জন্য নির্ধারিত হাউজে কাওসার, বেহেশত-দোযখ, মুমেন বান্দাগণ কর্তৃক তাদের প্রভূ পাকের দর্শন লাভ এবং তাদের সাথে আল্লাহর কথোপকথন সহ অন্যান্য যাকিছু কুরআনে কারীম ও রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হতে বিশুদ্ধভাবে বর্ণিত হাদীসে উল্লেখ রয়েছে তার প্রতি বিশ্বাস স্থাপনও আখেরাতের দিনের উপর ঈমানের অন্তর্গত। সুতরাং উপরোক্ত সব কয়টি বিষয়ের উপর আল্লাহ ও তাঁর রাসুল কর্তৃক নির্দেশিত পন্থায় বিশ্বাস স্থাপন করা আমাদের উপর ওয়াজিব।

ষষ্ঠ নীতিঃ
ভাগ্যের প্রতি ঈমান

ভাগ্যের প্রতি ঈমান বলতে নিম্মোক্ত চারটি বিষয়ের উপর বিশ্বাস স্থাপন বুঝায়ঃ-

প্রথমতঃ এই বিশ্বাস স্থাপন করা যে, অতীতে যা কিছু ছিল এবং বর্তমান বা ভবিষ্যতে যা কিছু হচ্ছে বা হবে তার সবকিছুই আল্লাহ পাকের জানা আছে। তিনি আপন বান্দাদের যাবতীয় অবস্থা সম্পর্কে অবহিত। তাদের রিজিক, তাদের মৃত্যুক্ষণ, তাদের দৈনন্দিন কার্যাবলীসহ অন্যান্য সব বিষয়াদি সম্পর্কে তিনি সম্যক অবগত, কোন কিছুই তাঁর অগোচরে নেই। তিনি পূত-পবিত্র মহান। এ সম্পর্কে আল্লাহ পাক বলেনঃ

﴿ إِنَّ ٱللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴾

'নিশ্চয়ই আল্লাহ প্রত্যেকটি বস্তু সম্পর্কে সর্বাধিক জ্ঞাত।'
(সূরা আল-আন্‌কাবুত- ৬২)

মহামহিম আল্লাহ পাক আরো বলেনঃ

﴿ لِتَعْلَمُوٓا۟ أَنَّ ٱللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَىْءٍ قَدِيرٌ وَأَنَّ ٱللَّهَ قَدْ أَحَاطَ بِكُلِّ شَىْءٍ عِلْمًۢا ﴾

'যাতে তোমরা জানতে পার যে, আল্লাহ সব কিছুর উপর শক্তিমান এবং এ কথাও জানতে পার যে, আল্লাহর জ্ঞান সব কিছুই পরিব্যপ্ত হয়ে আছে।' (সূরা তালাক- ১২)

দ্বিতীয়তঃ এই বিশ্বাস স্থাপন করা যে, আল্লাহ পাক যা কিছু নির্দ্ধারিণ ও সম্পাদন করেছেন সব কিছুই তাঁর লিখা রয়েছে। এ সম্পর্কে আল্লাহ পাক বলেনঃ

﴿ قَدْ عَلِمْنَا مَا تَنقُصُ ٱلْأَرْضُ مِنْهُمْ ۖ وَعِندَنَا كِتَٰبٌ حَفِيظٌۢ ﴾

'পৃথিবী তাদের দেহ থেকে যা কিছু ক্ষয় করে তা আমার জানা আছে এবং আমার নিকট একটি সংরক্ষক কিতাব রয়েছে।' (সূরাক্বাফ- ৪)

আল্লাহ তা'আলা আরও বলেনঃ

﴿ وَكُلَّ شَىْءٍ أَحْصَيْنَٰهُ فِىٓ إِمَامٍ مُّبِينٍ ﴾

'এবং আমি প্রতিটি বস্তু একটি স্পষ্ট কিতাবে সংরক্ষিত রেখেছি।'
(সূরা ইয়াসীন- ১২)

আল্লাহ তা'আলা অন্যত্র বলেনঃ

﴿ أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ ٱللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي ٱلسَّمَآءِ وَٱلْأَرْضِ ۗ إِنَّ ذَٰلِكَ فِي كِتَٰبٍ ۚ إِنَّ ذَٰلِكَ عَلَى ٱللَّهِ يَسِيرٌ ﴾

'তোমার কি জানা নেই, আকাশ ও পৃথিবীতে যা কিছু রয়েছে আল্লাহ তা অবগত আছেন? নিশ্চয়ই উহা একটি কিতাবে সংরক্ষিত আছে। উহা আল্লাহর নিকট অতি সহজ।' (সূরা হজ্জ- ৭০)

তৃতীয়তঃ আল্লাহ তা'আলার কার্যকরী ইচ্ছার প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করা। তিনি যা ইচ্ছা করেন তাই হয় এবং যা ইচ্ছা করেন না তা হয় না। এ সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ

﴿ إِنَّ ٱللَّهَ يَفْعَلُ مَا يَشَآءُ ﴾

'আল্লাহ যা ইচ্ছা তা করেন।' (সূরা হজ্জ- ১৮)

মহা মহিম আল্লাহ আরও বলেনঃ

﴿ إِنَّمَآ أَمْرُهُۥٓ إِذَآ أَرَادَ شَيْـًٔا أَن يَقُولَ لَهُۥ كُن فَيَكُونُ ﴾

'বস্তুতঃ তিনি যখন কোন কিছুর ইচ্ছা করেন তখন তার কাজ শুধু এই হয় যে, তিনি তাকে বলেন 'হও' ফলে অমনি তা হয়ে যায়।'
(সূরা ইয়াসীন- ৮২)

আল্লাহ তা'আলা অন্যত্র বলেনঃ

﴿ وَمَا تَشَآءُونَ إِلَّآ أَن يَشَآءَ ٱللَّهُ رَبُّ ٱلْعَٰلَمِينَ ﴾

'আর, আসলে তোমাদের চাওয়ায় কিছু হয় না, যতক্ষণ না আল্লাহ রাব্বুল আলামীন চাহেন।' (সূরা তাকভীর- ২৯)

চতুর্থতঃ এই বিশ্বাস রাখা যে, সমগ্র বস্তুজগত আল্লাহ পাকের সৃষ্টি। তিনি ব্যতীত না আছে কোন স্রষ্টা না আছে কোন প্রভূ-প্রতিপালক। আল্লাহ পাক এ প্রসঙ্গে বলেনঃ

﴿ اللَّهُ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ ﴾

'আল্লাহ পাক প্রতিটি বস্তুর সৃষ্টিকর্তা এবং তিনিই সবকিছুর কর্মবিধায়ক।' (সূরাযুমার-৬২)

আল্লাহ আ'আলা আরও বলেনঃ

﴿ يَا أَيُّهَا النَّاسُ اذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ هَلْ مِنْ خَالِقٍ غَيْرُ اللَّهِ يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ فَأَنَّىٰ تُؤْفَكُونَ ﴾

'হে লোকগণ, তোমাদের প্রতি আল্লাহর অনুগ্রহ স্মরণ কর। আল্লাহ ব্যতীত কি তোমাদের কোন স্রষ্টা আছে যে তোমাদিগকে আকাশ ও পৃথিবী হতে রিজিক দান করে? তিনি ব্যতীত অন্য কোন মা'বুদনেই। সুতরাং তোমরা কোন্ পথে পরিচালিত হচ্ছো?' (সূরাফাতির-৩)

ফলকথা, ভাগ্যের উপর ঈমান বলতে আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতের মতে উপরোক্ত চারটি বিষয়ের প্রতি বিশ্বাস স্থাপনকেই বুঝায়। পক্ষান্তরে, বিদআ'ত পন্থীরা উহার কোন কোনটি অস্বীকার করে থাকে।

উল্লেখযোগ্য যে, আল্লাহর উপর ঈমানের মধ্যে এ বিশ্বাসও অন্তর্ভুক্ত রয়েছে যে, ঈমান মানে কথ. ও কাজ যা পূণ্যে বৃদ্ধি এবং পাপে হ্রাস পায়।

একথাও ঈমানের অন্তর্ভুক্ত যে, কুফরী ও শিরক ব্যতীত কোন কবীরা গুনাহ– যেমন, ব্যভিচার, চুরি, সুদ গ্রহণ, মদ্যপান, পিতামাতার অবাধ্যতা ইত্যাদির জন্য কোন মুসলমানকে কাফের বলা যাবে না, যতক্ষণ না সে তা হালাল বলে গণ্য করবে। আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ

﴿إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِۦ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَٰلِكَ لِمَن يَشَآءُ﴾

'নিশ্চয়ই আল্লাহ তাঁর সাথে শিরক করার অপরাধ ক্ষমা করেন না। এতদ্ব্যতীত সবকিছু যাকে ইচ্ছা তিনি ক্ষমা করেন।' (সূরা নিসা– ১১৬)

দ্বিতীয় প্রমাণ হলো, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম হতে একাধিক মুতাওয়াতির হাদীসে বর্ণিত আছে যে, আল্লাহ তা'আলা পরকালে আগুন হতে এমন লোককেও মুক্ত করবেন যার অন্তরে (এ জগতে) রাই পরিমাণ ঈমান বিদ্যমান ছিল।

আল্লাহর পথে প্রীতি–ভালবাসা, বিদ্বেষ, বন্ধুত্ব এবং শত্রুতা পোষণ করাও আল্লাহর প্রতি ঈমানের অন্তর্গত। সুতরাং মু'মিন ব্যক্তি অপর মু'মিনদের ভালবাসবে এবং তাদের সাথে সম্প্রীতি বজায় রেখে চলবে। পক্ষান্তরে, সে কাফেরদের প্রতি বিদ্বেষ পোষণ করবে এবং তাদের সাথে বৈরীতা বজায় রাখবে। এই মুসলিম উম্মতে মুমেনদের শীর্ষস্থানে রয়েছেন রাসূলে করীম সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাহাবীগণ। তাই, আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাত তাঁদের প্রতি সম্প্রীতি ও গভীর ভালবাসা পোষণ করে। আর এ কথাও বিশ্বাস করে যে, এরাই নবীকূলের পর সর্বোত্তম মানবগোষ্ঠী। নবী করীম সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেনঃ

خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم

متفق على صحته

'সর্বোত্তম মানবগোষ্ঠী আমার যুগের লোকেরা, তারপর তাদের পরবর্তী যুগের মানুষ এবং তারপর এদের পরবর্তীগণ।' (অত্র হাদীসের বিশুদ্ধতার উপর বুখারী ও মুসলিম একমত)

তাঁরা আরও বিশ্বাস করেন যে, এই সর্বোত্তম মানবগোষ্ঠীর মধ্যে হজরত আবু বক্কর সিদ্দীক হলেন সর্বোত্তম, তারপর হজরত উমর ফারুক, তারপর উছমান জুন্নূরাইন, তারপর হজরত আলী মুরতাজা (তাঁদের সবার উপর আল্লাহর সন্তুষ্টি বর্ষিত হউক)। তাঁদের পর হলেন বেহেশেতের সুসংবাদ প্রাপ্ত অপর সাহাবীগণ এবং তারপর হলো বাকী সব সাহাবীগণের স্থান। (আল্লাহ তাঁদের উপর সন্তুষ্ট হোন)। তাঁরা (আহলে সুন্নাত ওয়াল–জামা'ত) সাহাবীদের মধ্যে সংঘটিত বাদ–বিসংবাদ সম্পর্কে কোনরূপ মন্তব্য থেকে বিরত থাকেন। তাঁরা বিশ্বাস করেন যে, সাহাবীগণ ঐ সব ব্যাপারে মুজতাহিদ ছিলেন। যাদের ইজতেহাদ সঠিক ছিল তাঁরা দ্বিগুণ ছাওয়াবের অধিকারী, আর, যাদের ইজতেহাদে ভুল ছিল তাঁরা এক গুণ ছাওয়াবের অধিকারী। তাঁরা রাসূলুল্লাহর প্রতি বিশ্বাসী তাঁর বংশধরদের ভালবাসেন এবং তাঁদের প্রতি ভক্তি প্রদর্শণ করেন। তাঁরা মুমিনগণের মাতৃকূল রাসূলুল্লাহর সহধর্মিনীদের ভক্তি করেন এবং তাঁদের সকলের জন্যে আল্লাহর সন্তুষ্টি কামনা করেন।

এভাবে আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা'তের লোকেরা নিজেদেরকে রাফেজীদের নীতি থেকে মুক্ত রাখেন। রাফেজীরা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাহাবীগণের প্রতি বিদ্বেষ ভাব পোষণ করে এবং তাঁদের প্রতি কটূক্তি উচ্চারণ করে। অপরপক্ষে তাঁরা আহলে বায়তের প্রতি সীমাতিরিক্ত ভক্তি প্রদর্শন করে এবং তাঁদেরকে আল্লাহ কর্তৃক প্রদত্ত স্থানের আরো উপরে মর্যাদা প্রদান করে। এইভাবে আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা'য়াত ঐ সমস্ত নাসিবীদের নীতি থেকেও নিজেদেরকে মুক্ত রাখেন, যারা, কোন কোন কথা ও কাজের দ্বারা আহলে বায়তকে যন্ত্রণা প্রদান করে। আমি এই সংক্ষিপ্ত পরিসরে যা উল্লেখ করেছি সমস্তই সেই বিশুদ্ধ আকীদা বা ধর্ম–

বিশ্বাসের অন্তর্ভুক্ত যা দিয়ে আল্লাহ তা'আলা তাঁর প্রিয় রাসূল হজরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে প্রেরণ করেছেন। এটিই নাজাত প্রাপ্ত আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা'য়াতের ধর্মবিশ্বাস, যাদের সম্পর্কে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ভবিষ্যদ্বাণী করে বলেছিলেনঃ

«لاتزال طائفة من امتي على الحق منصورة لا يضرهم من خذلهم حتى ياتي امر الله سبحانه»

'আমার উম্মতের একটি দল সর্বদা সত্যের উপর সাহায্য প্রাপ্ত হয়ে টিকে থাকবে। কারো অপমান, অত্যাচার তাদের ক্ষতি সাধন করতে পারবে না, যতক্ষণ না আল্লাহ পাকের নির্দেশ (কিয়ামত) সমুপস্থিত হবে।' তিনি আরোবলেনঃ

«افترقت اليهود على إحدى وسبعين فرقة وافترقت النصارى على اثنتين وسبعين فرقة، وستفترق هذه الامة على ثلاث وسبعين فرقة كلها في النار إلا واحدة»

'ইহুদী সম্প্রদায় একাত্তর দলে বিভক্ত হলো এবং খৃষ্টান সম্প্রদায় বাহাত্তর দলে বিভক্ত হলো, আর, আমার এই উম্মত তিয়াত্তর দলে বিভক্ত হবে। তন্মধ্যে একটি বাদে সবক'টি দলই জাহান্নামে যাবে।' তখন সাহাবীগণ বলে উঠলেনঃ হে আল্লাহর রাসূল, সেটি কোন্ দল হবে? উত্তরে তিনি বললেনঃ

«من كان على مثل ما انا عليه واصحابي»

'যে দল আমার ও আমার সাহাবীদের অনুসৃত নীতির উপর চলবে।'

এই নীতিই সেই আকীদা বা ধর্ম বিশ্বাসের নামান্তর যার উপর দৃঢ়ভাবে অটল থাকা এবং তার পরিপন্থী বিষয় হতে সতর্ক থাকা সকলের পক্ষে একান্ত অপরিহার্য। আর যারা এই আকীদা হতে পথভ্রষ্ট এবং এর বিপরীত পথে পরিচালিত, তারা কয়েক প্রকারে বিভক্ত। যথা– মূর্তিপূজক,

প্রতিমাপূজক, ফেরেশতা, আওলিয়া, জ্বিন, বৃক্ষ, প্রস্তর ইত্যাদির ইবাদতকারীগণ। এসব লোক আল্লাহর রাসূলদের আহ্বানে সাড়া না দিয়ে তাঁদের বিরোধিতা ও শত্রুতা করেছে– যেমনটা করেছে কুরাইশ ও বিভিন্ন আরব গোত্র আমাদের প্রিয় নবী হজরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে। তারা তাদের মা'বুদদের কাছে স্বীয় অভাব পুরণের, রোগমুক্তি ও শত্রুর উপর বিজয় লাভের জন্য প্রার্থণা জানাতো এবং এই মা'বুদদেরই উদ্দেশ্যে জবাই ও মানত নিবেদন করতো। ফলে, যখনই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাদের এসব কর্মকান্ডের বিরুদ্ধে দাঁড়ালেন এবং তাদেরকে একমাত্র আল্লাহরই উদ্দেশ্যে ইবাদত খালেছ করার জন্য আহ্বান জানালেন তখনই তারা এই আহবানকে অস্বাভাবিক মনে করে এর বিরুদ্ধে উঠে পড়ে লাগলো এবং বলতে লাগলোঃ

﴿ أَجَعَلَ الْآلِهَةَ إِلَٰهًا وَاحِدًا إِنَّ هَٰذَا لَشَيْءٌ عُجَابٌ ﴾:

'সে কি বহু মা'বুদের পরিবর্তে মাত্র এক মা'বুদ বানিয়ে নিল? এ তো এক নিশ্চিত অদ্ভুত ব্যাপার।' (সূরা ছাদ– ৫)

অনন্তর, রাসূলুল্লাহ তাদেরকে আল্লাহর প্রতি ডাকতে থাকেন এবং শিরক থেকে ভীতি প্রদর্শন ও তাদের কাছে স্বীয় আহবানের হাকীকত বিশ্লেষণে আত্মনিয়োগ করেন। যার ফলে আল্লাহ পাক প্রথম দিকে তাদের কিছুসংখ্যক লোককে হেদায়াত দান করেন এবং পরে তারা দলে দলে আল্লাহর দ্বীনে প্রবেশ করে। এইভাবে রাসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম, তাঁর সাহাবীগণ ও তাঁদের নিষ্ঠাবান অনুসারী তাবেয়ীনদের ধারাবাহিক প্রচার ও দীর্ঘ সংগ্রামের পর আল্লাহর দীন অন্যান্য সমুদয় ভ্রান্ত দ্বীনের উপর বিজয়ী বেশে আত্ম প্রকাশ করলো।

অতঃপর অবস্থার পরিবর্তন ঘটে এবং অধিকাংশ লোক অজ্ঞতার শিকারে নিপতিত হওয়ার ফলে এমন হলো যে, সংখ্যাগুরু জনগণ আম্বিয়া-আওলিয়াগণের প্রতি সীমাতিরিক্ত ভক্তি, তাদের নামে ডাকা, তাদের নিকট অনুগ্রহ প্রার্থণা সহ অন্যান্য শিরকের মাধ্যমে ইসলাম পূর্ব জাহেলী যুগের দ্বীনে ফিরে গেল। তারা কালেমা- 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' এর প্রকৃত অর্থ এতটুকু অনুধাবনে ব্যর্থতার পরিচয় দিল, যতটুকু আরবের কাফেরগণ উপলব্ধি করতে পেরেছিল। আল্লাহই আমাদের একমাত্র সহায়।

অজ্ঞতার প্রাধান্য ও নবুওয়াতের যুগ হতে দূরত্বের ফলে বর্তমান কাল পর্যন্ত মানুষের মধ্যে ব্যাপকভাবে উক্ত শিরক ছাড়িয়ে রয়েছে। আজকের এই মুশরিকদের উক্ত ভ্রান্ত ধারণা হুবহু পূর্ববর্তী মুশরিকদের মধ্যেও বিদ্যমান ছিল। তাদের কথা ছিলঃ

﴿هَٰٓؤُلَآءِ شُفَعَٰٓؤُنَا عِندَ ٱللَّهِ﴾

'তারা আল্লাহর নিকট আমাদের সুপারিশকারী।' (সূরা য়ুনুস- ১৮)

তাদের একথাও ছিল- ﴿مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَآ إِلَى ٱللَّهِ زُلْفَىٰٓ﴾

'আমরাতো এগুলির ইবাদত এজন্য করি যে, এরা আমাদের আল্লাহর সান্নিধ্যে এনে দেবে।' (সূরা যুমার- ৩)

আল্লাহ তা'আলা এ ভ্রান্তির অপনোদন করে স্পষ্ট বলে দিলেন যে, আল্লাহ ভিন্ন কারো ইবাদত করা সে যে কেউ হোক না কেন আল্লাহর সাথে শিরক ও কুফরী করার নামান্তর। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ

﴿وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ وَيَقُولُونَ هَٰٓؤُلَآءِ شُفَعَٰٓؤُنَا عِندَ ٱللَّهِ﴾

'তারা আল্লাহ ব্যতীত এমন বস্তুর ইবাদত করছে যা তাদের ক্ষতিও করতে পারে না, উপকারও করতে পারে না। তদুপরি তারা বলে যে, এগুলো আল্লাহর নিকট আমাদের সুপারিশকারী।' (সূরা য়ুনুস- ১৮)

আল্লাহ তা'আলা তাদের বক্তব্য নাকচ করে দিয়ে বলেনঃ

﴿ قُلْ أَتُنَبِّئُونَ ٱللَّهَ بِمَا لَا يَعْلَمُ فِى ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَلَا فِى ٱلْأَرْضِ ۚ سُبْحَٰنَهُۥ وَتَعَٰلَىٰ عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴾

'(হে রাসূল) তাদেরকে বল, তোমরা কি আল্লাহকে আকাশ মন্ডলী ও পৃথিবীর এমন কিছুর সংবাদ দিচ্ছ যা তিনি জানেন না? তিনি পূত-পবিত্র, তারা যাকে শরীক করে তা থেকে তিনি বহু উর্ধ্বে।' (সূরা য়ুনুস- ১৮)

এই আয়াতে আল্লাহ তা'আলা স্পষ্ট করে বলে দিলেন যে, তিনি ভিন্ন কোন ওলী, পয়গাম্বর বা অন্য কারো ইবাদত করা মহা শিরক, যদিওবা শিরককারীরা এর অন্য নাম দিয়ে থাকে। আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ

﴿ وَٱلَّذِينَ ٱتَّخَذُوا۟ مِن دُونِهِۦٓ أَوْلِيَآءَ مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَآ إِلَى ٱللَّهِ زُلْفَىٰٓ ﴾

'যারা আল্লাহর পরিবর্তে অন্যকে অভিভাবকরূপে গ্রহণ করে তারা বলেঃ আমরা তো এদের ইবাদত এজন্যই করি যে, এরা আমাদের আল্লাহর সান্নিধ্যে এনে দিবে।' (সূরা যুমার- ৩)

আল্লাহ পাক তাদের উত্তরে বলেনঃ

﴿ إِنَّ ٱللَّهَ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ فِى مَا هُمْ فِيهِ يَخْتَلِفُونَ ۗ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَهْدِى مَنْ هُوَ كَٰذِبٌ كَفَّارٌ ﴾

'তারা যে বিষয়ে পরস্পরের মধ্যে মতভেদ করছে আল্লাহ নিশ্চয়ই তাদের মধ্যে এর ফয়সালা করে দিবেন। নিশ্চয়ই আল্লাহ তাআলা এমন ব্যক্তিকে হেদায়াত দান করেন না যে জঘন্য মিথ্যুক, সত্য প্রত্যাখ্যানকারী।' (সূরা যুমার– ৩)

উপরোক্ত বাণীর মাধ্যমে আল্লাহ পাক একথাটি পরিষ্কার করে বলে দিয়েছেন যে, দু'আ, ভয়–ভীতি, আশা–ভরসা ইত্যাদির মাধ্যমে আল্লাহ ভিন্ন অন্য কারো ইবাদত করার অর্থ আল্লাহ পাকের সাথে কুফরী করা এবং 'তাদের মা'বুদগণ তাদেরকে আল্লাহর সান্নিধ্যে নিয়ে আসবে' এ কথাটি তাদের একটি জঘন্যতম মিথ্যা বৈ কিছুই নয়।

বিশুদ্ধ আকীদার পরিপন্থী ও আল্লাহর রাসূলগণ (তাঁদের উপর দরূদ ও সালাম বর্ষিত হউক) কর্তৃক প্রচারিত ধর্ম বিশ্বাসের বিরোধী একটি মতবাদ হলো বর্তমান কালে নাস্তিকতা ও কুফরীর ধ্বজাবাহী মার্কস–লেনিন প্রমুখ পন্থীদের ভ্রান্ত মতবাদ। তারা একে সমাজতন্ত্র, কমিউনিজম বা অন্য যে কোন নামেই প্রচার করুক না কেন, এইসব নাস্তিকদের মূলমন্ত্র হলোঃ 'মা'বুদ বা উপাস্য বলতে কেউ নেই এবং এই পার্থিব জীবন একটি বস্তুগত ব্যাপার মাত্র।' পরকাল, বেহেশ্‌ত, দোযখ এবং সমস্ত ধর্মের প্রতি অস্বীকৃতি তাদের মৌলিক নীতিমালার অন্তর্ভুক্ত। তাদের বই–পুস্তক পর্যালোচনা করলে একথা নিশ্চিতভাবে উপলব্ধি করা যায়। নিঃসন্দেহে এটা সমস্ত ঐশী ধর্মের সম্পূর্ণ পরিপন্থী এক মতবাদ, যা দুনিয়া ও আখেরাতে এর অনুসারীদের এক চরম অশুভ পরিণতির দিকে পরিচালিত করছে।

এইভাবে সত্যের পরিপন্থী আরেকটি মতবাদ হলোঃ কোন কোন বাতেনী ও সুফীবাদীদের এই বিশ্বাস যে, তথাকথিত কোন ওলী এ সৃষ্ট জগতের ব্যবস্থাপনায় ও নিয়ন্ত্রণে আল্লাহর শরীক রয়েছেন। তারা তাদেরকে কুতুব, ওতদ, গাওস ইত্যাদি বিভিন্ন নামে অভিহিত করে। তারাই স্বীয়

মা'বূদদের জন্যে এসব নাম উদ্ভাবন করেছে। আল্লাহর প্রভুত্বে এটি একটি জঘণ্যতম শিরক। ইহা ইসলাম পূর্ব জাহেলী যুগের শিরক থেকেও জঘণ্য। কেননা, আরবের কাফেরগণ আল্লাহর প্রভূত্বে শিরক করেনি, তাদের শিরক ছিল এবাদতে এবং তাও ছিল সুখ-স্বাচ্ছন্দের অবস্থায়। দূর্যোগ অবস্থায় তারা ইবাদত আল্লাহর জন্যেই খালেছ করে নিত। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ পাক বলেনঃ

﴿ فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ إِذَا هُمْ يُشْرِكُونَ ﴾

'যখন তারা জলযানে আরোহণ করে তখন বিশুদ্ধ চিত্তে একনিষ্ঠভাবে আল্লাহকে ডাকে। তারপর যখন আল্লাহ তাদেরকে স্থলে ভিড়ায়ে উদ্ধার করে নেন তখন তারা শিরকে লিপ্ত হয়ে যায়।'

(সূরা আনকাবূত- ৬৫)

প্রভূত্বের প্রশ্নে তারা স্বীকার করতো যে, ইহা একমাত্র আল্লাহরই অধিকার। আল্লাহ পাক বলেনঃ

﴿ وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَهُمْ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ ﴾

'আর যদি তুমি তাদেরকে জিজ্ঞাসা কর, কে তাদেরকে সৃষ্টি করেছে? উত্তরে তারা অবশ্যই বলবে 'আল্লাহ'।' (সূরা যুখরুফ-৮৭)

আল্লাহ তা'আলা অন্যত্র বলেনঃ

﴿ قُلْ مَن يَرْزُقُكُم مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ أَمَّن يَمْلِكُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَمَن يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَمَن يُدَبِّرُ الْأَمْرَ فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ فَقُلْ أَفَلَا تَتَّقُونَ ﴾

'বল, আকাশ ও পৃথিবী হতে কে তোমাদের রিজিক সরবরাহ করে অথবা শ্রবণ ও দৃষ্টি শক্তি কার কর্তৃত্বাধীন এবং কে জীবিতকে মৃত হতে নির্গত করে এবং কে মৃতকে জীবিত হতে নির্গত করে? আর কে যাবতীয় বিষয় নিয়ন্ত্রণ করে? তখন তারা বলবে, 'আল্লাহ।' বল, তবুও কি তোমরা সাবধান হবে না?' (সূরা য়ূনুস- ৩১)

এ প্রসঙ্গে কুরআন শরীফে আয়াতের সংখ্যা অনেক রয়েছে।

এদিকে পরবর্তীকালের মুশরিকগণ পূর্ববর্তীদের চেয়ে আরো দুটি বিষয়ে অগ্রগামী রয়েছে।

প্রথমতঃ তাদের কেউ কেউ আল্লাহর প্রভূত্বে শিরক করে।

দ্বিতীয়তঃ সুদিনে ও দুর্দিনে উভয় অবস্থায় তারা শিরক করে।

একথা কেবল ঐসব লোকেরাই ভাল করে জানতে পারবে যারা ওদের সাথে মিশে স্বচক্ষে তাদের প্রকৃত অবস্থা পরীক্ষা করে দেখার সুযোগ লাভ করবে এবং প্রত্যক্ষভাবে ঐসব ক্রিয়া কান্ড অবলোকন করবে যা মিশরস্থ হুসাইন, বাদাভী গংদের কবরে, ইডেনস্থ ইদরূসের কবরে, ইয়ামনে আল হাদীর কবরে, সিরিয়ায় ইবনে আরবীর কবরে, ইরাকে শায়খ আব্দুল কাদির জিলানীর কবর সহ বিভিন্ন প্রসিদ্ধ সমাধি ক্ষেত্রের আশেপাশে দৈনন্দিন ঘটে চলছে। এসব স্থানে সাধারণ লোকেরা মৃতের প্রতি সীমাতিরিক্ত ভক্তি প্রদর্শন করছে এবং সেখানে আল্লাহ পাকের বহু অধিকার খর্ব করছে। অথচ অতি অল্প লোকই তাদের এসব অপকীর্তির বিরুদ্ধে সোচ্চার হয়ে প্রকৃত তাওহীদের বাণী তাদের কাছে উপস্থাপিত করার সাহস করছে, যে তাওহীদের বাণী সহকারে আল্লাহ পাক তাঁর প্রিয় নবী হজরত মুহাম্মদকে (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ও তাঁর পূর্ববর্তী রাসূলগণকে (তাদের প্রতি রহমত ও শান্তি বর্ষিত হউক) প্রেরণ করেছেন। إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ

(আমরা আল্লাহরই জন্য এবং নিশ্চিতভাবে তাঁরই পানে আমরা প্রত্যাবর্তনকারী।)

আল্লাহ্ পাকের দরবারে প্রার্থনা করি, তিনি যেন ঐসব লোককে সঠিক পথে ফিরিয়ে আনেন এবং তাদের মধ্যে সৎপথে আহবানকারীদের সংখ্যা বৃদ্ধি করেন। আর, মুসলমান শাসকবৃন্দ ও উলামায়ে কেরামকে শিরকের বিরুদ্ধে সংগ্রাম এবং এর যাবতীয় উপকরণ নির্মূল সাধনের তৌফিক দান করেন। নিশ্চয়ই তিনি সর্বশ্রোতা, অতি সন্নিকট।

আল্লাহ্ পাকের নাম ও গুণাবলীর ক্ষেত্রে সঠিক ধর্মবিশ্বাসের পরিপন্থী আরও কয়েকটি আকীদা হলো জাহ্মিয়্যাহ, মু'তাযিলা ও তাদের অনুসারী বিদআ'ত পন্থীদের মতবাদসমূহ। এরা মহামহিম আল্লাহ পাকের প্রকৃত গুণাবলী অস্বীকার করে এবং তাঁকে সুসম্পূর্ণ ও নিখুঁত গুণাবলী থেকে বিমুক্ত বলে বিশ্বাস করে। পক্ষান্তরে, তারা আল্লাহকে অস্তিত্বহীনতা, জড়তা ও অসম্ভাব্য গুণে বিশেষিত করার প্রয়াস পায়। প্রকৃতপক্ষে আল্লাহ পাক তাদের এসব অপবাদ হতে বহু উর্ধ্বে।

এতদ্ব্যতীত, যারা আল্লাহ পাকের কোন কোন গুণ প্রতিষ্ঠিত করে এবং অপর কোন কোন গুণ অস্বীকার করে তারাও উপরোক্ত ভ্রান্ত মতবাদীদের অন্তর্ভুক্ত। উদাহরণ স্বরূপ আশ্'আরী পন্থীদের নামোল্লেখ করা যায়। কেননা, কিছুসংখ্যক গুণের স্বীকৃতির মধ্যেই তাদের পক্ষে ঐসব গুণাবলীর অনুরূপ অর্থ গ্রহণ করা অপরিহার্য হয়ে পড়ে, যেগুলো তারা সরাসরি উপেক্ষা করতঃ তার প্রমাণাদির অপব্যাখ্যা প্রদানের প্রচেষ্টা চালায়। এভাবে তারা শ্রুত ও প্রমান্য উভয় প্রকার দলীলগুলোর বিরোধীতা এবং পরস্পর বিরোধী বিশ্বাসের ঘুর্নিপাকে নিপতিত হয়ে পড়ে। পক্ষান্তরে, আহলে সুন্নাত ওয়াল–জামাত আল্লাহর ঐসমস্ত পবিত্র নাম ও নিখুঁত গুণাবলী প্রতিষ্ঠিত করে যেগুলো নিজের জন্য তিনি স্বয়ং বা তাঁর রাসূল মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) প্রতিষ্ঠিত করেছেন। তাঁরা আল্লাহ পাককে তাঁর সৃষ্টির সাদৃশ্য থেকে এমনভাবে পূত পবিত্র রাখেন যাতে তা'তীল বা গুণ বিমুক্তির কোন লেশ থাকে না। এভাবে তারা এ সম্পর্কে সমুদয় প্রমাণাদির উপর আমল করতে সক্ষম হয় এবং এর কোনরূপ বিকৃতি বা

তা'তীল না করে পরস্পর বিরোধী বিশ্বাস থেকে নিরাপদ থাকে। এই বিশ্বাসই দুনিয়া ও আখেরাতে মুক্তি ও সৌভাগ্য লাভের একমাত্র উপায় এবং এটিই হলো, সেই 'সীরাতে মুস্তাকীম' যার পথিক ছিলেন পূর্ববর্তী মুসলিম উম্মত ও তাদের ইমামবর্গ। একথা অতীব সত্য যে, পরবর্তী লোকগণ কেবল সে পথেই পরিশুদ্ধ হতে পারে, যে পথে তাদের পূর্ববর্তীরা পরিশুদ্ধ হয়ে গেছেন। আর সে পথটি হলো– 'কুরআন ও সুন্নাতের সঠিক অনুসরণ এবং এতদোভয়ের পরিপন্থী বিষয়সমূহ বর্জন করে চলা।'

আল্লাহই আমাদের তৌফিক দাতা, তিনিই আমাদের জন্য যথেষ্ট এবং পরমোত্তম প্রভূ। তিনি ব্যতীত কারো কোন শক্তি সামর্থ নেই। আল্লাহ তাঁর বান্দাহ ও রাসূল হজরত মুহাম্মদ, তাঁর পরিবারবর্গ ও তাঁর সাহাবীদের উপর দরূদ ও সালাম বর্ষণ করুন।

: সমাপ্ত :

সূচী পত্র

বইটি পড়ার পর অনুগ্রহ করে অন্যকে দিন অথবা
এমন স্থানে রাখুন, যাতে অন্য ভাই উপকৃত হতে পারেন।

لنبلغ الإسلام معا

من إنجازات المكتب

قسم الجاليات

إسلام أكثر من ثلاثة آلاف شخص مابين رجل وامرأة

إقامة
١١ رحلة للحج
٢٧ رحلة للعمرة

تفطير أكثر من تسعة آلاف صائم في شهر رمضان.

إقامة ستة دروس مستمرة للجاليات بعدة لغات.

قسم الدعوة

طباعة العديد من الكتب والمطويات وتوزيع الأشرطة السمعية.

دعم المشاريع الدعوية والعلمية والتوعوية صلاحا للبلاد والعباد.

التنسيق المستمر للعلماء وطلبة العلم في المحاضرات والدورات العلمية والكلمات التوجيهية بشكل أسبوعي.

إقامة ١٣ درسا أسبوعيا في المساجد .

لطلب الكميات/ الإتصال بقسم الدعوة في المكتب

المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بالنسيم

الرياض - حي المنار - خلف مستشفى اليمامة

هاتف/ ٠١٢٣٥٠١٩٤ - ٠١٢٣٥٠١٩٥ فاكس/ ٠١٢٣٠١٤٦٥

رقم الحساب: ٣٤١٠٠٣٩٠٠/٤

مطبعة دار طيبة - الرياض - ت: ٤٢٨٣٨٤٠